প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪৪ ♦ ২৯ নভেম্বর - ৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

আগমনকাল

নব জীবনের প্রত্যাশা

প্রদীপ হাতে জেগে থাকি

নভেল করোনাভাইরাস

আগমনে আমার মন

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৪৪
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

চির বিদায়ের দ্বিতীয় বর্ষ

প্রয়াত সুবল আব্রাহাম সাননিকোলাস
জন্ম : ২৩ আগস্ট, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতিতে অম্লান তুমি

প্রিয় বাবা,
দেখতে-দেখতে দুইটি বছর কেটে গেল। ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ ১৮ ডিসেম্বর তুমি নিজ গৃহে থেকে আমাদের ছেড়ে পরম পিতার গৃহে আশ্রয় নিয়েছ। তোমার অভাব জীবনে চলার পথে প্রতিটি মুহূর্তে অনুভূত হয়; অনেক অসহায় মনে হয়। তোমার আদর্শ, কঠোর পরিশ্রমী মনোভাব, ধৈর্যশীলতা, কর্মময় সৎ জীবন নীতিতে অটল এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলে তুমি। আমার প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি ছিলে, আছো এবং থাকবে। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার মত আদর্শ জীবন ধারণ করে জীবন শেষে তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই ভালবাসার –
আদরের নাতিরা, সৃজন, রৌদ্র ও এ্যাঞ্জেল
দুই ছেলে ও ছেলে বৌমা
মেয়ে সিষ্টার মেরী অর্পণ, এসএমআরএ
স্ত্রী : কুসুম সাননিকোলাস

বিজ্ঞ/২২৮/১৯

তোমার চলে যাবার একটি বছর

প্রয়াত পিটার গমেজ

জন্ম: ২৩ এপ্রিল, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: মোলাসিকান্দা, তেতুল গাছ বাড়ী
ধর্মপল্লী: হাসনাবাদ

আজ ২৮ নভেম্বর পরম করুণাময় ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে পিতার গৃহে শান্তির রাজ্যে অনন্ত শান্তি নিকেতনে চলে গিয়েছো। আমরা তোমার শূন্যতা ও ভালোবাসা সদা গভীরভাবে অনুভব করি। প্রতিদিন প্রতিটা সময়ই তোমাকে স্বরণ করে চলেছি আমাদের জীবনের পথ চলায়। তুমি আছো, তুমি থাকবে আমাদের সবার মনের স্মৃতিতে, আদর্শে, বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসায়। তুমি স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর আমরা সবাই যেন তোমার পবিত্র জীবন আদর্শের অনুসারী হতে পারি। ঈশ্বর তোমার অনন্ত সুখ দান করুন।

শোকার্ত পরিবারে পক্ষে

অনিমা গমেজ
ছেলে ও ছেলের বউ: রঞ্জিত-মল্লিকা, বিশ্বজীত-কনিকা
অভিজীত-তৃষ্ণা, সুজীত টিনা
স্নেহের নাতি ও নাতনীরা: এলেক্স, এডলিনা, জয়তা, আন্দ্রিতা
আনশিকা, অহেন, তুর্য, রিজেন্ডা

বিজ্ঞ/২২৭/২০২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৪৪
২৯ নভেম্বর - ৫ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৫ - ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নব জীবনের প্রত্যাশায় শুরু হলো আগমনকাল

মাণ্ডলিক উপাসনা/পূজনবর্ষের শুরু আগমনকাল দিয়ে। সময়ের পরিক্রমায় আমাদের সামনে নতুন একটি পূজনবর্ষ উপস্থিত। 'ক' পূজনবর্ষ শেষ করে পদার্পণ করেতে যাচ্ছি 'খ' পূজনবর্ষে। এ বছর তা শুরু হতে যাচ্ছে ২৯ নভেম্বর থেকে। দয়াময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে নতুন উদ্যমে ও নব আশা নিয়ে আমরা শুরু করি এ নতুন উপাসনা বর্ষ। এই সময়ে আমরা বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করি যিশুর আগমনকে আমাদের জীবনে বাস্তব করে তুলতে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যিশুর উপস্থিতি সম্বন্ধে ধ্যান ও উপলব্ধি করতে সুযোগ সৃষ্টি করে আগমনকাল। আগমনকাল আমাদেরকে আমাদের জীবনের অন্ধকার দিকগুলো আবিষ্কার করার সুযোগ দান করে সেগুলোকে জয় করার আহ্বান জানায়। আমাদের পাপময়তা, মন্দ স্বভাব, ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেকে যোগ্য করে তুলি খ্রিস্টকে গ্রহণ করার জন্য। অন্যের দোষ-ত্রুটি, ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ না করে বরং নিজের দিকে নজর দিই। নিজেকে গভীরভাবে চিনে এবং নিজের মধ্যকার অন্ধকার দিকগুলো ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করি। আগমনকালে প্রতিদিন একটি ভাল কাজ করি যা সরাসরি অপরের মঙ্গল করবে। একই সাথে প্রতিদিন একটি ত্যাগস্বীকার করি যা সরাসরি আমার রিপুকে দমন করবে। ছোট-ছোট ত্যাগস্বীকার ও ভাল কাজের মধ্যদিয়েই আমরা আলোর দিকে যাত্রা করব। যাতে করে চির জ্যোর্তিময় যিশুকে সাদরে বরণ করতে পারি।

যিশুর আগমন আমাদের জীবনে সবসময়েই ঘটে। তবে তার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয় তাঁকে গ্রহণ করতে। যিশুর প্রথম আগমনকে স্মরণ করে উৎসব করতে আমরা যেমনিভাবে আমাদের ঘর-বাড়ি, জিনিসপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করি ঠিক তেমনিভাবে আমাদের জীবনটাকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়। তাই বাহ্যিক আড়ম্বরকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে আত্মিক প্রস্তুতিও নিতে হবে। আর তা করতে গেলে আগমনকালের বাণীপাঠগুলো আমাদেরকে সহায়তা করবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বর্তমান এই করোনা মহামারী আমাদেরকে যেমন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে তেমনি সুযোগ করে দিয়েছে নিজেদের বদলে যাওয়ার এবং অন্যদের বদলে দেবার। এই সংকটকালে প্রতিটি মানুষই সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বস্ত হবার চেষ্টা করছে। শুধু ভয়ে নয়, মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এই পৃথিবীর ধনদৌলত, মান-সম্মান সবই তুচ্ছ। মৃত্যু আমাদের দ্বারপ্রান্তে হাজির এবং যেকোন সময় এর তিক্ত স্বাদ নিতে হতে পারে - এ বোধ জাগরিত হয়েছে। তাই প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে এবং হৃদয়কে নতুন করে সাজানোর তাগিদ এসেছে। বাহ্যিক এবং আত্মিকভাবে যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করে নতুন এক ব্যক্তি হয়ে শান্তিরাজ যিশুকে আনন্দচিত্তে বরণ করে নিতে পারার যোগ্য মানুষ হবার প্রত্যাশায় শুরু হোক আমাদের এবারের আগমনকাল। ✝

মঙ্গলবাণী

"সাবধান থাক, জেগে থাক, কেননা সে সময় কবে হবে, তা জান না।"- মার্ক ১৩:৩৩

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচনি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **ঢাকাস্থ বৃহত্তর কুষ্টিয়া খ্রীষ্টিয়ান কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ**-এর সদস্য-সদস্যাগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১০ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, ব্যাপ্টিস্ট চার্চ, ৭০-ডি/১ ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও, ঢাকায় সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

উক্ত নির্বাচনে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন যুগ্ম সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ ও সাতজন বোর্ড সদস্যসহ মোট বারো সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি, পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ঋণদান কমিটি এবং পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সুপারভাইজার কমিটি নির্বাচিত হইবে।

উক্ত দিনে সকল সদস্যকে নিজের শেয়ার বহিসহ উপস্থিত থেকে সমিতির জন্য একটি যোগ্য কমিটি নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ভোট প্রদান সকাল ১০টা হইতে বিরতিহীনভাবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলিবে। উক্ত নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হয়ে আপনার মূল্যবান রায় প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

মার্টিন বিশ্বাস
সভাপতি
অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিপ্র/২০১/২০

বিশেষ ঘোষণা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সংখ্যা-৪৫ প্রকাশের পর এবছর আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। এরপর শুধু বড়দিন উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ হবে। নতুন বছরের প্রথম সংখ্যাকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তুলতে শীঘ্রই পাঠিয়ে দিন আপনাদের অর্থবহ লেখা ও ভাবনা।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০

Email: wklypratibeshi@gmail.com

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 55/14)

সূত্রঃ এনসিসিসিইউএল ২০২০/১১/৩২০

জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ২৫/১১/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে নিম্ন তফসিল বর্ণিত জমি দুটি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী প্রকৃত ক্রেতাদের অতি সত্ত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ জমি ক্রয় এর ক্ষেত্রে অত্র সমিতির সদস্য-সদস্যাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১। জমির তফসিল	২। জমির তফসিল
জেলা : গাজীপুর, **থানাঃ** কালীগঞ্জ	**জেলা :** গাজীপুর, **থানাঃ** কালীগঞ্জ
মৌজা : গাড়ারিয়া	**মৌজা :** সুজাপুর
খতিয়ান : আর.এস নং- ১১০ ও ১২২, **দাগঃ** আর.এস-২২০	**খতিয়ান :** আর.এস নং-৪৯ ও ৫০, **দাগঃ** আর.এস-২৭৯ ও ২৮০
জমির পরিমাণ : ২৩ শতাংশ	**জমির পরিমাণ :** ১৭.৫০ শতাংশ

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ফোন : ০১৭১৬৮৯৮৯২৯, **E-mail:** nagari_cccu@yahoo.com

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী - ব্যবস্থাপনা পরিষদ

সুমন রোজারিও
চেয়ারম্যান - ব্যবস্থাপনা পরিষদ

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিপ্র/২০১/২০

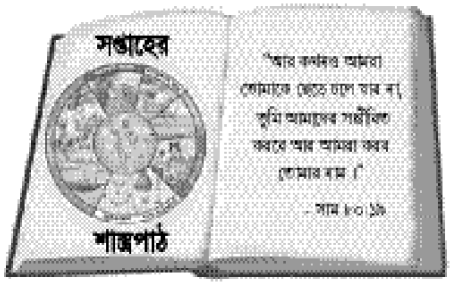

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৯ নভেম্বর - ৫ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৯ নভেম্বর, রবিবার
ইসাইয়া ৬৩: ১৬-১৭, ১৯; ৬৪: ২-৭, সাম ৮০: ২কগ, ৩ খগ, ১৫-১৬, ১৮-১৯, ১ করি ১: ৩-৯, মার্ক ১৩: ৩৩-৩৭

৩০ নভেম্বর, সোমবার
প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয়-এর পর্ব
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
রোমীয় ১০: ৯-১৮, সাম ১৯: ১-৪খ, মথি ৪: ১৮-২২

১ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
ইসাইয়া ১১: ১-১০, সাম ৭২: ১-২, ৭-৮, ১২-১৩, ১৭, লুক ১০: ২১-২৪

২ ডিসেম্বর, বুধবার
ইসাইয়া ২৫: ৬-১০ক, সাম ২৩: ১-৬, মথি ১৫: ২৯-৩৭

৩ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের মহাপর্ব
ইসাইয়া ২৬: ১-৬, সাম ১১৮: ১, ৮-৯, ১৯-২১, ২৫-২৭ক, মথি ৭: ২৭-৩১
দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালক-এর পর্ব দিবস।
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
জেফ ৩: ৯-১০, ১৪-২০, সাম ৮৬: ১-৩, ৭-১০, ১ করি ৯: ১৬-১৯, ২২-২৩, মার্ক ১৬: ১৫-২০

৪ ডিসেম্বর, শুক্রবার
ইসাইয়া ২৯: ১৭-২৪, সাম ২৭: ১, ৪, ১৩-১৪, মথি ৯: ২৭-৩১

৫ ডিসেম্বর, শনিবার
ইসাইয়া ৩০: ১৯-২১, ২৩-২৬, সাম ১৪৭: ১-২, ৩-৪, ৫-৬, মথি ৯: ৩৫-- ১০: ১, ৫ ক, ৬-৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৯ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৯৭ সিস্টার আলমা এসএমআরএ (ঢাকা)

৩০ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৮৬৪ ফাদার আলবিনো পারেয়েত্তি পিমে

১ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
+ ২০০৮ সিস্টার জসিন্তা দেশাই সিআইসি (দিনাজপুর)

২ ডিসেম্বর, বুধবার
+ ২০১৩ সিস্টার মেরী সিসিলিয়া পিসিপিএ

৩ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৮ সিস্টার জেনেভি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী আলো এসএমআরএ (ঢাকা)

৫ ডিসেম্বর, শনিবার
+ ১৯৮৩ ফাদার স্ট্যাগমায়ার সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৩ সিস্টার পিয়া ফার্ন্দাদেজ এসসি (দিনাজপুর)

এক অক্ষয় আধ্যাত্মিক চিহ্ন

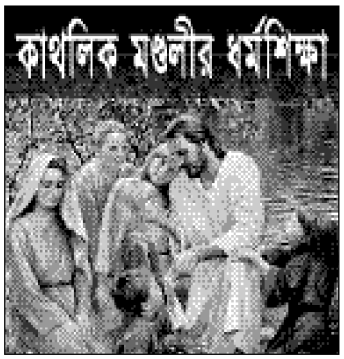

১২৭৪ : পবিত্র আত্মা আমাদের 'মুক্তির দিবসের উদ্দেশে' প্রভুর মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন। 'বস্তুতই দীক্ষাস্নান অনন্ত জীবনের মুদ্রাঙ্কন'। যে খ্রিস্টবিশ্বাসী তার দীক্ষাস্নানের দাবীসমূহের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে শেষ পর্যন্ত তার 'মুদ্রাঙ্কান অক্ষয় রেখেছে,' দীক্ষাস্নানের বিশ্বাস নিয়ে, 'বিশ্বাসের চিহ্নিত হয়ে' পরমসুখদায়ক ঈশ্বর দর্শনের প্রত্যাশায়, ধর্মবিশ্বাসের অন্তিম পূর্ণতায়, এবং পুনরুত্থানের আশায়, সে এই জীবন থেকে চিরবিদায় নিতে সক্ষম হবে।

সারসংক্ষেপ

১২৭৫ : খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ একত্রে তিনটি সংস্কার দ্বারা সম্পন্ন হয় : দীক্ষাস্নান যা হচ্ছে নবজীবনের আরম্ভ; দৃঢ়ীকরণ যা হচ্ছে শক্তিদায়ক; এবং খ্রিস্টপ্রসাদ যা শিষ্যদের খ্রিস্টের রূপান্তরিত হবার জন্য খ্রিস্টের দেহ ও রক্তে পুষ্টিদান করে।

১২৭৬ : 'সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। *(মথি ২৮:১৯-২০)*

১২৭৭ : দীক্ষাস্নান হচ্ছে খ্রিস্টের নবজীবনের জন্মগ্রহণ। প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী, পরিত্রাণের জন্য দীক্ষাস্নান একান্ত আবশ্যক, খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রবেশের জন্যও তা আবশ্যক, আর দীক্ষাস্নানের দ্বারাই আমরা খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রবেশ করি।

১২৭৮ : দীক্ষাস্নানের মৌলিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠান হচ্ছে প্রার্থীকে জলে নিমজ্জন অথবা মস্তকে জল ঢালা, এবং সঙ্গে-সঙ্গে পরম পবিত্র ত্রিত্বকে আহ্বান করে উচ্চারণ করা: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

১২৭৯ : দীক্ষাস্নানের ফল, বা দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ হচ্ছে এক ঐশ্বর্যপূর্ণ বাস্তবতা যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে : খ্রিস্টের অঙ্গ, এবং পবিত্র আত্মার মন্দির। এরই ফলে দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি খ্রিস্টমণ্ডলীতে, অর্থাৎ খ্রিস্টের দেহে সংযুক্ত হয় এবং খ্রিস্টের যাজকত্বের সহভাগি হয়।

১২৮০ : দীক্ষাস্নান আত্মার মধ্যে এক অক্ষয় আধ্যাত্মিক চিহ্ন মুদ্রাঙ্কিত করে, যা দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিকে খ্রিস্টীয় উপাসনার জন্য নিবেদন করে। মুদ্রাঙ্কনের কারণে দীক্ষাস্নান দ্বিতীয়বার গ্রহণ করা যায় না।

১২৮১ : যারা ধর্মবিশ্বাসের জন্য মৃত্যুবরণ করে, যারা দীক্ষাস্নানপ্রার্থী এবং যারা খ্রিস্টমণ্ডলীকে না জেনে, অনুগ্রহের প্রেরণায় আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণ করে এবং তার ইচ্ছা পালনে সচেষ্ট থাকে, তারা পরিত্রাণ পেতেও পারে, যদিও তারা দীক্ষাস্নাত হয়নি।

১২৮২ : অতি প্রাচীনকাল থেকে শিশুদের দীক্ষাস্নান দেওয়ার রীতি চলে আসছে, কারণ এটি হচ্ছে ঈশ্বরের একটি অনুগ্রহ এবং দান, যা মানবীয় যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল নয়; শিশুরা খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মবিশ্বাসে দীক্ষাস্নাত হয়। খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ সত্যিকার স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে।

১২৮৩ : যে শিশুরা দীক্ষাস্নান না পেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের বিষয়ে, খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনা-অনুষ্ঠান, ঈশ্বরের করুণা ওপর আস্থা রাখতে এবং তাদের পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করতে আমাদের আহ্বান জানায়।

১২৮৪ : প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তি দীক্ষাস্নান প্রদান করতে পারে এই শর্তে যে, খ্রিস্টমণ্ডলী যা করে তা-ই করার ইচ্ছা তার থাকে, আর প্রার্থীর মস্তকে জল ঢালতে ঢালতে সে বলে, 'আমি তোমাকে দীক্ষাস্নাত করছি, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে'॥

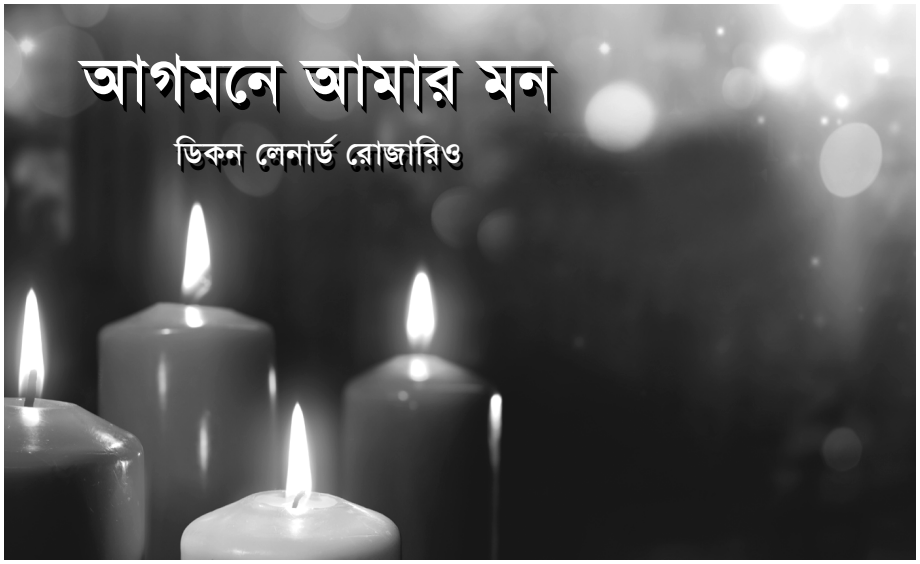

আগমনে আমার মন

ডিকন লেনার্ড রোজারিও

দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে আমরা মাতামণ্ডলীর সদস্য হই। সন্তানের প্রতি মায়ের যেমন যত্নের শেষ নেই তেমনি মাতামণ্ডলীরও আমাদের প্রতি যত্নের কোন কমতি নেই। মাতামণ্ডলী আমাদের শিক্ষা দেয় নিজের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের মূল্যায়ন করে জীবনকে প্রস্তুত করতে। নিজের জীবনকে নিয়ে সুচিন্তা করে, ধ্যান করার মধ্যদিয়ে জীবনকে প্রস্তুত করতে পারি। এ ধ্যানে আমাদের হতে পারে যিশুর আগমনকে কেন্দ্র করে। আমরা ধ্যান করতে পারি মুক্তিদাতা যিশু আমাদের হৃদয় মন্দিরে আগমন করতে চান। তাঁর আগমন উপলক্ষে আমাদের হৃদয় মনকে প্রস্তুত করতে হবে। আমাদের হৃদয়-মনকে প্রস্তুত করার উপযুক্ত একটি সময় হল মাতামণ্ডলীর দান 'আগমনকাল'। যিশুর আগমন উপলক্ষে আমাদের হৃদয়-মন কি দিয়ে সাজাব? এ সম্পর্কে সাধু পল বলেন, "মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার সাজেই নিজের অন্তরটাকে সাজিয়ে তোল। পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে তোমরা তাকে ক্ষমাই কর; প্রভু নিজে যেমন ক্ষমা করেছেন, তেমনি তোমরাও ক্ষমা কর। আর সমস্ত কিছুর উপর স্থান দাও ভালবাসাকে" *(কলসীয় ৩:১২-১৪)*।

আমরা মাণ্ডলীক উপাসনা বর্ষ শুরু করি আগমনকাল দিয়ে। "তোমরা প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করে রাখ, সোজা-সরল করে তোল তাঁর আসার পথ। সমস্ত গিরিপর্বত ভরিয়ে তোলা হোক, সমস্ত গিরিপর্বত নিচু করে দেয়া হোক। যা কিছু আঁকা-বাঁকা তা সোজা-সরল হোক, চলার বন্ধুর পথ হয়ে ওঠুক মসৃণ সমান। তখনই তো রক্তমাংসের সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের ত্রাণকর্ম দর্শন করবে" *(লুক ৩:৫-৬)*। আগমন হল প্রতীক্ষার, প্রস্তুতির ও আত্মশুদ্ধির কাল। এসময়ের ত্রাণদাতার আগমনের ওপর ও মানুষের মন পরিবর্তনের কথা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুতি এবং পূর্ণভাবে তাকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের প্রয়োজন মন পরিবর্তন করা। মন পরিবর্তনের অর্থ শুধু অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত করা নয়, বরং মন পরিবর্তন হল মনোভাবের পূর্ণ রূপান্তর। যে সকল ব্যর্থতা, অন্যায়, অবহেলা আমাদের জীবনকে পিছনে নিয়ে গিয়েছে; তাকে জয় করে নতুন সাজে, নতুন অঙ্গীকারে তাকাই সম্মুখপানে।

এই সময়ে আমরা বিশেষ ধ্যান-প্রার্থনা করি এবং প্রস্তুতি নেই যিশুর আগমন প্রতীক্ষায়। আসলে তিনি বহু যুগ আগে এসেছিলেন পৃথিবীতে। তিনি আবার আসতে চান আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করতে। যিশু এ জগতে আসলেও কারো কারো হৃদয়-গোশালায় তার স্থান হয় না। তাই মাতামণ্ডলী এই আগমনকালে আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে পরিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুকে ধারণ ও বহন করতে। আসুন, আমরা প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় থাকি। কারো প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকা তো ভালোবাসারই নিদর্শন। প্রতীক্ষার অর্থ হলো যা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে শুভ প্রত্যাশা, একে অপরের প্রতি নির্ভরতা, ঈশ্বরের প্রতি আস্থা, যার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে তার প্রতি বিশেষ সম্মান, যিনি আসবেন তাকে স্বাগতম জানানোর জন্য উতলা এবং সচেতন থাকা। এভাবে অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা হয়ে ওঠে সৃজনশীল মুহূর্ত, হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ ও ক্রিয়াশীল। যা ঈশ্বর প্রত্যাশা করেন আমাদের কাছ থেকে।

আগমনকালের প্রধান দিক হল অনুতাপ ও মন পরিবর্তন। একজন মানুষ যখন নিজের উপলব্ধিতে আনতে পারে তার পাপময় জীবনের কথা এবং তার পাপময় জীবনের অবসান ঘটিয়ে ঈশ্বরের দেখানো পথে চলে সেটাই হলো অনুতাপ। অনুতাপই একজন মানুষের হৃদয়, মন ও জীবন-যাত্রার সার্বিক পরিবর্তন ঘটায়। আমরা যদি আত্মমূল্যায়ন করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের অবস্থাও সে সময়কার ফরিসি, সাদুকি কিংবা করগ্রাহক ও সৈন্যদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই আমাদের প্রয়োজন নিজের পাপের অনুতাপ করা ও মন পরিবর্তন করা। মাতামণ্ডলী আমাদের আহ্বান করে আমরা যেন দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জীবনাদর্শ ও তার বাণী গ্রহণ করে জীবনের পরিবর্তন ঘটাই আর আগমনকালের মূল করণীয় কাজ হলো আমাদের মন ও জীবনের পরিবর্তন ঘটানো।

ক্ষণিকের কিছু দুষহ স্মৃতি, কিছু ব্যর্থতা, স্বার্থপরতা প্রসূত অশান্তি এসবতো আমাদের জীবনেরই অংশ। আমরা মানুষ তাই ভুল করি, ভুল বুঝতে পারি, অনুতাপ করি, ক্ষমা চাই আর ক্ষমাও পাই। কি অসীম প্রভুর করুণা, কত না মহৎ তাঁর প্রেম। মিলনের এ শুভ যাত্রায়, আসুন আমরা সে পথেই হেঁটে যাই এবং তাকাই সম্মুখপানে। এসেছে নবক্ষণ, নবপ্রাণে খ্রিস্টকে বরণের। তাই আসুন, মন পরিবর্তন করি, জীবনের মন্দতা পরিহার করি, ধার্মিকতার পথে চলি, কৃচ্ছ্রতা ও ত্যাগস্বীকার করি আর এভাবেই প্রভু যিশুর আসার পথ সোজা-সরল করে তুলি॥ ❑

প্রদীপ হাতে জেগে থাকি

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

আগমনকাল খ্রিস্টমণ্ডলীতে একটি বিশেষ সময় হিসেবে, বিবেচিত। আগমনকালে আমরা যিশুর দুটি রহস্য নিয়ে ধ্যান করি- যিশুর দেহগ্রহণ রহস্য এবং যিশুর পরিত্রাণদায়ী রহস্য। এ সময়ে খ্রিস্টমণ্ডলী বাণীর দেহধারণ উৎসব পালন করে এবং প্রভুর আগমন সম্বন্ধে দীক্ষাগুরু যোহনের সাক্ষ্য শ্রবণ করে। মূলত উপাসনাচক্রের চারটি কাল গুরুত্বের দিক থেকে সমান হলেও, আগমনকাল ও প্রায়শ্চিত্তকালের ব্যঞ্জনা একটু ভিন্ন রকম। এ দু'টি কালের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যতা আছে। একটি শীতকালে আর অন্যটি গ্রীষ্মকালে। এ দুটি কালে প্রকৃতিই একটা আলাদা ইমেজ তৈরি করে।

প্রভুর আগমন সম্বন্ধে আমরা পুরাতন নিয়মে দেখতে পাই, মুক্তিদাতার আগমনের জন্য ইহুদী জাতির লোকেরা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিল। পুরাতন নিয়মে 'জেরুসালেম'কে নিয়ে অনেক ভাববাণী করা হয়েছে। এই জেরুসালেম হল ঈশ্বরের আবাসস্থল এবং মুক্তির প্রতীক; যেখানে ঈশ্বর নেমে আসবেন এবং এটি হবে মুক্তিকাজের কেন্দ্রবিন্দু। পুরাতন নিয়মে ভাববাদীগণ জেরুসালেমের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলেন। কারণ সেখানে অনেক বড় কিছুর আবির্ভাব ঘটবে। ইসাইয়া ৪:২-৬ এবং ৭ ও ৯ অধ্যায়ে ইম্মানুয়েল যে আসবেন সে সম্বন্ধে সরাসরি বলা হয়েছে। এ অংশটুকু আমদের অনেক বড় আশা দেখায়। মুক্তির ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, ইস্রায়েল জাতি বার-বার ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করে। তাই ঈশ্বর তাদের জীবনে দেন নির্বাসন, নানা মহামারী, দাসত্ব প্রভৃতি। এভাবে তাদেরকে কাটতে-কাটতে কেবলমাত্র গোড়া বা মূল রাখলেন। আর সেখান থেকেই আমরা প্রবক্তার মুখে শুনি, "সেদিন জেসে বংশের সেই মূল কাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসবে একটি নতুন পল্লব, জেসে-বংশের সেই শিকড় থেকে জন্ম নেবে একটি নতুন অঙ্কুর। সেই অঙ্কুর যিনি, তাঁর ওপর অধিষ্ঠিত থাকবে ভগবানের আত্মিক প্রেরণা" ... *(ইসাইয়া ১১:১-২)*। নিরাকার ও অদৃশ্যমান ঈশ্বর নিজেকে মানুষের কাছে স্পর্শ ও দেখা দিতে নিজেই নেমে আসবেন।

নতুন নিয়মে আমরা প্রভুর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা পাই। প্রভু যিশুর আগমনেই সেই ভাববাণী পূর্ণ হয়। তাই আমাদেরকে এখন নিজেদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কেননা এখন যিশু আসেন আমাদের অন্তরে। আমাদের অন্তর কি প্রস্তুত? অন্যদিকে, আমরা প্রস্তুত হচ্ছি

প্রভু যিশুর পুনরাগমন বা দ্বিতীয় আগমনের জন্য; কারণ তাঁর আগমন যে কখন ঘটবে তা আমরা কেউই জানি না। যিশু নিজেই যেভাবে বলেন, "...তোমরা জেগেই থাক। কারণ সেইদিন, সেই সময়টির কথা তোমরা তো জানোই না" *(মথি ২৫:১৩)*।

আগমনকালে আমরা মূলত দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দেই- **এক.** বড়দিনে খ্রিস্টের দেহ পরিশুদ্ধ অন্তরে গ্রহণ করবো, **দুই.** খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত হবো। আগমনকালের ৪টি সপ্তাহ আমাদেরকে ৪টি বিষয়ে ধ্যান-প্রার্থনা করার আহ্বান জানায়। **১ম সপ্তাহ-** প্রত্যাশা; **২য় সপ্তাহ-** ভালবাসা; **৩য় সপ্তাহ-** আনন্দ; **৪র্থ সপ্তাহ-** শান্তি। এই চারটি সপ্তাহকে আমরা এভাবে ব্যাখা করতে পারি: ১ম সপ্তাহ- একজন নারী ও একজন পুরুষ পরস্পর পছন্দ করলো; তাদের মনে অনেক আশা (প্রত্যাশা)। ২য় সপ্তাহ- তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল (ভালবাসা)। ৩য় সপ্তাহ- কুমারী কন্যাটি গর্ভবতী হল (গভীর আনন্দ)। ৪র্থ সপ্তাহ- সন্তানের জন্ম হল (সকলের জীবনে শান্তির পরশ ছুঁয়ে গেল)।

কৃষক যেমন একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে বীজ বুনে এবং সেগুলোর পরিচর্যা করে অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষায় থাকে কখন সেই ফসল ঘরে তুলতে পারবে। যদিও সারা বছরই কোন না কোন ফসল ফলানো যায় এবং ঘরে তোলাও যায়, তথাপি বছরের কয়েকটি বিশেষ মৌসুমে সাধারণত বেশি পরিমাণ ফসলী বীজ বোনা হয়। তাই কৃষক যখন দীর্ঘ প্রতীক্ষা, ত্যাগস্বীকার ও সাধনার ফসল ঘরে তোলে তখন তার চোখে-মুখে কী আনন্দই না ফুটে ওঠে! মণ্ডলীতেও তেমনি কয়েকটি বিশেষ মৌসুম আছে বলা যায়। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা সারা বছরই খ্রিস্টকে পাওয়ার সাধনা করি, আমাদের বিশ্বাসের অনুশীলন করি। তথাপি, এ বিশেষ সময়গুলো আমাদের জীবনকে একটি বিশেষ মুহূর্তের সম্মুখীন করে। আর এতে করে আমরা আমাদের জীবনকে নিয়ে আরও বেশি করে ধ্যান করতে ও চিন্তা-ভাবনা করতে সুযোগ পাই।

আগমনকাল হল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে একটি অন্যতম বিশেষ মৌসুম; যখন খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ নিজেদের হৃদয়ের উর্বর ভূমিতে ঐশবীজ বপন করেন। এ ঐশবীজগুলো হল দয়া, প্রেম-ভালবাসা, ক্ষমা, পরার্থপরতা প্রভৃতি। এই ঐশবীজগুলোই কৃষকের ফসলের মতো একদিন ফুলে-ফসলে ভরে উঠবে। তখন মুক্তিদাতা প্রভু যিশুকে বরণের উৎসব হবে আরও সার্থক ও ঐশর্যমণ্ডিত। কেননা প্রভু যিশু যে পিতা ঈশ্বরের সুগভীর ভালবাসার পরিকল্পনায় প্রবেশ করে আমাদেরকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যাচ্ছেন!

যিশু আসেন, অনবরত আসেন। জগতের ত্রাণকর্তা সেদিন যেমন করে গোশালায় জন্ম নিয়েছিলেন, যাকে ঘিরে প্রতি বছর বড়দিনের পূর্বে আমাদের এতো এতো প্রস্তুতি! তিনি কি বার-বার এ জগতে আসেন? যদি না-ই আসেন তবে কেন আমাদের এই এতো প্রস্তুতি? আসলে, আমরা তাঁর দ্বিতীয় আগমনকে স্মরণ করে

প্রস্তুতি গ্রহণ করি। একই সাথে, আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি প্রভু যিশুর জন্মোৎসব বড়দিন আরও পবিত্রভাবে ও অর্থপূর্ণভাবে পালন করার উদ্দেশে। তাহলে আমাদের বড়দিনের প্রস্তুতি কেমন হওয়া দরকার? কি ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে প্রভু যিশু আমাদের হৃদয়ে আবার নতুন করে জন্মলাভ করবেন? হাজার হোক, হৃদয়ই তো প্রভু যিশুর জন্য আমাদের নতুন গোশালা! সাধারণভাবে, প্রস্তুতিস্বরূপ বড়দিনের আগে আমরা বাড়ি-ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করি, ধোয়া-মোছা করি যেন আনন্দের সাথে বড়দিন উদ্‌যাপন করতে পারি। গাছি নতুন খেজুর রস পেতে নতুন হাঁড়ি পাতে কিংবা পুরাতন হাঁড়ি ধুয়ে-মুছে রোদে শুকিয়ে আবার গাছে পাতে যেন টাটকা রস পায়। চাষীর ক্ষেতের ফসল দিয়ে বধু পিঠা-পুলি বানায় না আরও কতো কী! তথাপি আগমনকালে আমাদের প্রস্তুতি হওয়া উচিৎ আধ্যাত্মিকতার। হৃদয়কে সাজানো উচিৎ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের অলংকারে।

আগমনকাল হল জেগে ওঠার সময়। বর্ষা শেষ হতেই আমাদের জমিগুলো জেগে উঠতে শুরু করে। কৃষকেরা আগাছা পরিষ্কার করে রসুন, পেঁয়াজ ও সব্‌জির চারা লাগাতে শুরু করে। আর ধানের জমিগুলোও জেগে ওঠে। ধান পাকতে শুরু করে। লোকেরা সোনালী ফসল ঘরে তোলে। আগমনকালও তাই জেগে ওঠার সময়। আমরা কি জেগে উঠি? আমরা কি পুরাতন আগাছা তুলে নতুন চারা লাগাই? আমরা কি বড়দিনে সোনালী ফসল ঘরে তুলি?

আগমনকাল হল উত্তম কিছুর প্রত্যাশায় রিক্ত হওয়ার সময়। পরিবারে আমরা যখন নতুন কোন শিশুর আগমনের অপেক্ষায় থাকি তখন কী একটা আনন্দ আমাদের মনের মধ্যে সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়ায় না? আর তার আগমন পূর্ণ হলে পরিবারের সবাই কতই না আনন্দ করে। কিন্তু মুক্তিদাতা খ্রিস্টের আগমনে কেউ টের পায়নি, তাদের ঘর যে তখন ভরে ছিল অন্য কিছুতে! পদার্থবিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী কোন কিছু খালি না হলে সেখানে আর কিছু দেয়া যায় না। গ্লাস পানিপূর্ণ থাকলে সেখানে আর পানি দেয়া যায় না, দিলে উপচে পড়ে। তেমনিভাবে হৃদয় খালি না হলে প্রভু যিশু স্থান নিবেন কীভাবে? তাহলে আমরা এই হৃদয় খালি করবো কীভাবে? আসলে হৃদয় খালি করতে হলে হৃদয়ের দেয়ালে কাঁটার মতো বিঁধে থাকা হিংসা, অহংকার, লোভ, অনৈতিক জীবন, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি তুলে ফেলতে হবে। আবার বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালগুলোর কথাও বাদ দেয়া যায় না। সারাদিন যদি কেবল সিরিয়ালের বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথন ও ঘটনাই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তবে যিশুর চিন্তা স্থান পাবে কিভাবে? অন্যদিকে, সারা আগমনকাল জুড়ে যদি কেবল কতগুলো কেক অর্ডার দিবো, কবে কেক বেকিং করবো, কবে কোন পিঠা বানাব, কবে কোন কাজ সারবো, কী কী পোশাক কিনবো, কোনদিন কি পরবো তার হোমওয়ার্ক করতে করতেই যদি আগমনকাল পার করে দেই, তবে যিশুর জন্য স্থান প্রস্তুত করবো কবে? কাজেই ঘরের ভিতরে ঝকঝকে ও আলো ঝলমলে গোশালা বানিয়ে হয়তো মাটির তৈরি যিশুর প্রতিকৃতি রেখে দিব, কিন্তু নিজের হৃদয় গোশালা থেকে প্রভু যিশুর স্থান হয়তো থাকবে বহুদূরে। কাজেই আমাদের সমস্ত আয়োজনই বৃথা হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমাদেরকে হৃদয় সাজাতে হবে ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ও ক্ষমার আলোকসজ্জায়; সমস্ত মন্দ বাসনা দূর করে খালি করতে হবে হৃদয়। তবেই সেই শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে প্রভু যিশু আসবেন আমাদের হৃদয়ে, স্বর্গের আসন পাতবেন আমাদের হৃদয় গোশালায়।

আগমনকাল হল মিলন ও শান্তির সমাজ গড়ে তোলার সময়। প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে বলা আছে, নেকড়ে বাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে, চিতাবাঘ শুয়ে থাকবে ছাগলছানার সঙ্গে, বাছুর আর সিংহের বাচ্চা একসঙ্গে চরে বেড়াবে, গরু ও ভাল্লুক মিলে-মিশে থাকবে, সিংহ বিচুলি খাবে বলদের মত, দুধের শিশু কেউটে সাপের গর্তের ওপর খেলা করবে, বাচ্চা ছেলে চন্দ্রবোড়ার আস্তানার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেবে ইত্যাদি। আবার এও বলা আছে, বর্শাকে ভেঙে বানানো হবে লাঙ্গলের ফলা, তলোয়ারকে বানানো হবে কাস্তে। অর্থ্যাৎ সেদিন পশুগুলোর মধ্যে হিংস্রতা থাকবে না, ক্ষতি করা, ছোবল দেওয়া, কামড় দেওয়া, বিষদাঁত বসিয়ে দেওয়া কোনটাই থাকবে না। আসলে এগুলোর অর্থ কী? এগুলোর অর্থ হল সৃষ্টির মধ্যে একটা সহাবস্থান তৈরি হবে। সকলে মৈত্রী ও মিলনে বসবাস করবে। এগুলো আরও একটি অর্থ প্রকাশ করে। তা হল, আমাদের অভ্যাসের পরিবর্তন; মন্দতা থেকে ভালোর দিকে যাত্রা। কিন্তু মানুষ হয়েও আমরা অনেক সময় পশুর মতো আচরণ করি। আমরা কথার তোড়ে অন্যকে কামড় দিই, ছোবল দিই, বিদ্ধ করি, হিংসা করি, ক্ষতি করি, আঘাত করি, মেরে ফেলি। তাই এই আগমনকালে আমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে মন পরিবর্তন করতে। যেখানে বিচ্ছেদ সেখানে মিলন, যেখানে অন্ধকার যেখানে আলো, যেখানে অশান্তি সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার, যেখানে ঝগড়া বিবাদ সেখানে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে। শান্তি ও মিলনেই তো প্রকৃত আনন্দ আসে। এর ফলে বড়দিন আরও কতই না স্বর্গীয় অনুভূতিতে ভরে ওঠে, স্বর্গ-মর্তের রাজা আমাদের হৃদয়-গোশালায় আসন পাতেন। আজ তিনি আমাদের হৃদয়ের দ্বারে-দ্বারে করাঘাত করছেন একটি আসনের জন্য। আমাদের কাছে আছে কি সেই ছোট্ট গোশালা? আসুন, আমরা সেই গোশালাই নির্মাণ করি। অন্তর প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রভুর প্রতীক্ষায় জেগে থাকি॥ ❑

অসমাপ্ত কবিতা

সপ্তর্ষি

কলম হাতে তুলে নিয়ে ভাবছি মনে-মনে
লিখবো নতুন কবিতা সবার মন রাঙ্গাতে
তবু কবিতা আমার আজও হয়নি লেখা
উদাসী মনে চোখ মেলি দক্ষিণ জানালায়।

কতশত স্বপ্নে বিভোর দুচোখের পাতা
বিষণ্নতার জালে অন্তর রয়েছে ঢাকা
ছন্দের ঝুলি সব যেন আজ হারিয়েছে
লেখা হলো না তাই মনের কথাগুলো।

রসহীন জীবনে শুধু কষ্টে গেছে ভরে
সাহিত্যের কথা সব হারিয়ে ফেলে
ভাললাগার সেই দিনগুলো গেছে চলে
নেতিয়ে পড়েছে তাই কাগজ আর কলম।

নীরবে আমি আজ দেখবো যত তামসা
বাহিরের মৃদু বাতাস বৃক্ষ-লতার খেলা
সূর্যের হাসির ন্যায় জীবনে আসবে আলো
শেষ হবে লেখা তখন অসমাপ্ত কবিতা॥

ঐশরাজ্য আমাদেরই প্রতিষ্ঠা করতে হবে

সুনীল পেরেরা

খ্রিস্টরাজ যিশু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা। তিনি স্বর্গের ঈশ্বর, মর্তের মুক্তিদাতা মানব। তিনি ক্রুশের ওপর আত্মোৎসর্গ করে পাতালে অবরোহন করলেন এবং তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য থেকে স্বগৌরবে পুনরুত্থিত হলেন। পরম পিতা তাকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করলেন। তিনি এমনই একজন রাজা যার নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ড নেই, নেই কোন সৈন্য-সামন্ত। প্রেম-ক্ষমা-ভালবাসাই তার যুদ্ধাস্ত্র। তার রাজ্য শাসনের রাজবিধান ছিল না তার কোন রাজ ঐশ্বর্য, ছিল না, ছিল না রাজপ্রাসাদ। তিনি ছিলেন সর্বকালের দ্বীনতম রাজা। তবুও তিনি রাজার রাজা, রাজ অধিপতি, পরম পরাক্রমশালী সম্রাট। বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত তার প্রেমের সাম্রাজ্য। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। খ্রিস্টই মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত প্রথম ব্যক্তি। তিনি বিশ্বরাজ, তিনিই সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির অধিপতি। তিনি সকল মানুষের পরিত্রাতা।

যিশুর সময়ে অর্থাৎ রোমান শাসনকালে ক্রুশ ছিল সবচেয়ে ঘৃণিত। সেই ক্রুশেই মৃত্যুবরণ করে তিনি ক্রুশকে করে তুললেন পবিত্র। ক্রুশই তার স্বর্ণসিংহাসন, রাজমুকুট হলো কাঁটার মুকুট। ক্রুশের উপর এত কষ্ট, এত অপমানের পরও তিনি তার হত্যাকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছেন, "পিতা এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা কি করছে তা এরা জানে না।" তিনি আরও বলেছেন, "যারা তোমাদের শত্রু তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর"। ক্ষমার রাজা যিশু। কত অনাচারি পাপীকে ক্ষমা করে আলোকিত জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন।

যিশু ন্যায় ও সত্যের রাজা। বল প্রয়োগ করে নয়, ভালোবাসায়, সেবায় তিনি মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছেন। তিনি বিনম্রতার প্রতিমূর্তি। নিশ্চিত যন্ত্রণাময় মৃত্যুর কথা জেনেও তিনি পিতার আদেশ পালন করেছেন। "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হোক" এই বলে পিতার আদেশ পূর্ণ করতেই ক্রুশের উপর আত্মোৎসর্গ করলেন যিশু। মায়ের আদেশও তিনি পালন করেছেন বিনম্রভাবে। কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাবার পর মা যখন তাকে বললেন "এদের দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেছে।" যিশু প্রথমে বললেন, "আমার এখনো সময় হয়নি" কিন্তু তিনি পরে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করে বাড়ির মালিক এবং মায়ের প্রতি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। দয়ার সাগর যিশু। তিনি নিস্ব, নিসম্বল হয়েই জীর্ণ গোসালায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি গড়ে তুলেননি কোন রাজপ্রসাদ। ভক্তজনগণ যা দিয়েছে সবই তিনি বিলিয়ে দিতেন গরীব দুঃখী অসহায় মানুষদের। তার শেষ সম্বল ছিল মা, সেই মাকেও মানুষের জন্য বিলিয়ে দিলেন যেন তার প্রজাগণ এই মায়ের আশ্রয়ে পালিত হতে পারে।

যিশুই পরম পিতার পরিপূর্ণ প্রকাশ। তিনি বলেছেন, "পিতা এবং আমি এক ও অভিন্ন।" পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই তার এই মর্তভূমিতে আবির্ভাব। অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয় এবং মৃত্যু থেকে অনন্তধামে নিয়ে যেতেই তিনি এসেছিলেন। খ্রিস্টরাজার রাজত্বে আমার সবাই তার প্রজা। তিনি বলেছেন, "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, তবে সে নিজের ক্রুশ বহন করে আমাকে অনুসরণ করুক"। তিনি আরো বলেছেন, "আমি যেমন পবিত্র তোমরাও যেন সেইরূপে পবিত্র হতে

পারো।" আমরা খ্রিস্টের শান্তির রাজ্যে সবাই রাজা হতে আহূত। তবে রাজার সঙ্গে মিলতে হলে তার মতো হতে হবে। রাজার চিন্তা-চেতনা, তার শিক্ষাদর্শ, সবকিছু হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। তবেই রাজা হওয়া সম্ভব। খ্রিস্টের রাজকীয় মর্যাদা পেতে হলে তার মত নম্র, বিনয়ী ও নিস্বার্থ হতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে পার্থিব রাজাসহ আমরাও অনেকে হৃদয়ের রাজাকে ভুলে যাচ্ছি অবহেলায়, আসক্ত হয়ে পড়ছি জাগতিক লোভ, লালসা ও ক্ষমতার মোহে। হয়ে ওঠছি হিংসার রাজা, গড়ে তুলছি হিংসার রাজকীয় রাজত্ব। আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক "আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে।" খ্রিস্টরাজা হলেন অসীম, স্বর্গীয় আভায় পরিপূর্ণ। তার রাজত্ব অশেষ, চিরকালীন। রোমীয় শাসক পিলাতের বিচার সভায় দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, "হ্যাঁ, আমিই রাজা। সত্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেই আমি এ জগতে এসেছি। তবে আমার রাজত্ব এ জগতের নয় *(যোহন ১৮-২৩)*।" আদর্শবান রাজা যিনি, তিনি প্রজাদের কষ্টের সময় পাশে থাকেন, সমবেদনা ও সহানুভূতি দেখান, তাদের যত্ন ও সান্ত্বনা দেন। খ্রিস্ট ঐশজ্ঞানে গুণান্বিত রাজা। তিনি পাপময়তা থেকে পাপীকে করে তোলে নিরাময়। তিনি চরম ঘৃণা ও হিংসার রাজ্যেও এনেছেন মিলন ও শান্তি। তিনি এই মর ও জড় জগতে মানুষের মাঝে এমন রাজত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছেন যেখানে বিরাজ করবে শান্তি, সম্প্রীতি, ন্যায়, সত্য, ক্ষমা ও ভালোবাসা। খ্রিস্টরাজার রাজত্ব ছিল ঐশ প্রেম, আর এই প্রেমপূর্ণ হৃদয় দিয়েই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে জয় করেছিলেন। আপন করে নিয়েছিলেন ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা।

প্রেমের অধিরাজ খ্রিস্ট তার পিতার নিকট থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই দান করেছিলেন ভক্তজনগণের হৃদয় জাগ্রত করতে। দুহাত প্রসারিত করে ক্রুশের গৌরবান্বিত মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়ে। আমাদের পার্থিব রাজ্যে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। খ্রিস্টীয় প্রেম পবিত্র, নিস্বার্থ ও মুক্তিদায়ী। তার প্রেমকে তিনি শত্রুদের মধ্যেও পরিব্যপ্ত করে দিয়েছেন। খ্রিস্টপ্রেম মানুষ বা পৃথিবী সম্বন্ধে কোন প্রচলিত ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। তার ভালবাসা সব অস্তিত্বের মূল কেন্দ্র যে ঈশ্বর তাকে কেন্দ্র করে। প্রেম ঐশসামিত্বের অঙ্গ, কারণ ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। যিশুর ঐশরাজ্যে সমস্ত মানুষকে ডাক দিয়েছেন। তার সেই আহ্বান জাতি-ধর্মের -বর্ণের কোন ভেদাভেদ নেই। তার ডাকে সাড়া দেবার জন্য দরকার শুধু নিজের অযোগ্যতার উপলব্ধি ও ঐশরাজাকে গ্রহণ করার মত মানসিক প্রস্তুতি। খ্রিস্টের রাজ্য প্রেমের রাজ্য, এই প্রেমহীন পৃথিবীতে তিনি ছিলেন প্রেমস্বরূপ। আমাদের রাজার ভালবাসা কি অপরিমেয় তা তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেখিয়েছেন। রাজা হয়ে প্রজার মঙ্গলের জন্য জীবন দান, কেউ কি শুনেছ এমন কথা? মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পরম পিতার অনুগত হয়ে রইলেন। তার মৃত্যু মূল্যের কারণেই মানবজাতি ঐশ পিতার সাথে পুনর্মিলিত হতে পেরেছে। রাজায় প্রজায় মিলনের মিলন-সেতু স্বয়ং খ্রিস্ট।

খ্রিস্টরাজ তার রাজ্য প্রতিষ্ঠার শুভলগ্নে যে কথা শুনিয়েছিলেন তা হলো " অনুতপ্ত কর, কেননা স্বর্গরাজ্য আগতপ্রায়।" এই ঐশরাজ্যের আবির্ভাব ঘটবে মানুষের অলক্ষিতে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, মানুষের কর্মজগতে অতি সঙ্গোপনে ঈশ্বরের ও তাঁর রাজ্যের স্পর্শ পাওয়া যাবে। কত রূপক কাহিনীর মধ্যদিয়ে যিশু তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই মর্তে, মর্ত-মানুষের দ্বারা তাদের মাঝেই প্রতিষ্ঠা পাবে ঐশরাজ্য এবং এ রাজ্যে পরিধি সারা পৃথিবী জুড়ে। রাজা শুধু বিধান দিয়েছেন, এ বিধানে বা বাণীর বার্তাবাহক হতে হবে প্রত্যেকজন প্রজার। কারণ প্রজাগণ প্রত্যেকেই দীক্ষিত ও প্রেরিত। রাজা তো আদেশ দিয়েছেন "যাও, সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য (প্রজা) কর। ... জেনে রাখ... জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি।" অতএব, রাজার সঙ্গে রাজার রাজ্যে মিলিত হতে হলে প্রত্যেক প্রজাকেই সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। তবেই, এই মর্তভূমিতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে॥ ❑

পরিবেশের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব

অর্পা কুজুর

সমাজের মানুষ হিসেবে সমাজের প্রতি আমাদের অনেক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। সমাজের মানুষ যখন নিজ জায়গা থেকে সামাজিক দায়িত্বগুলি পালন করেন তখন সে সমাজ হয়ে ওঠে সুন্দর ও উন্নত। সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন একজন মানুষের উন্নত মূল্যবোধ ও উন্নত চিন্তার পরিচয় বহন করে। যে ব্যক্তি সমাজের এই মূল্যবোধ ধারণ করে সামাজিক দায়িত্বসমূহ সুষ্ঠুভাবে পালন করেন তিনি সমাজে অনেক অবদানও রাখেন। আমরা যখন আমাদের সামাজিক দায়দায়িত্বগুলি সঠিকভাবে পালন করি না তখন সমাজে অনেক সমস্যা দেখা দেয় এবং সমাজের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন পরিবেশের প্রতি আমাদের উদাসীনতা এবং যত্নশীল না হওয়া। আমরা গাছ রোপণ করি না কিন্তু বিভিন্ন কারণে গাছ কাটি। গাছ কেটে বন উজাড় করে দিচ্ছি। পত্র-পত্রিকার খবর পর্যালোচনায় দেখতে পাবো, সুন্দরবন উজাড় হয়ে যাচ্ছে, চট্টগ্রামের পাহাড় কেটে বন উজাড় করে ফেলা হচ্ছে। রাস্তার ধারে যে গাছগুলি লাগানো হয়েছিল তা কেটে অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। নদীর দু'কূলের পাড় দিয়ে যে গাছ-পালা, জঙ্গল ছিল তা অপসারণ করে ঘরবাড়ি, বাজার এবং বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। আবার শহরাঞ্চলে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলে পরিবেশ নষ্ট করার সংস্কৃতিও আমাদের রয়েছে। দোকানের সামনে, রাস্তার ধারে আবার ড্রেনেও ময়লা ফেলি। গাছকাটা এবং বাইরে ময়লা ফেলার সংস্কৃতি পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে। সমাজে যারা এই ক্ষতির কাজগুলি করেন, তারা পরিবেশের প্রতি তার সামাজিক দায়িত্বটি বেমালুম ভুলে যান। পরিবেশ আমার আপনার সবার। সবুজ প্রকৃতি ও সুন্দর পরিবেশ সমাজের সকল মানুষের কাম্য এবং সুন্দর পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার সকলের রয়েছে। গাছপালা, প্রকৃতি পরিবেশ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গাছ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন দেয় এবং মানুষ, জীবজন্তুসহ অন্যান্য প্রাণীর পরিত্যাগ করা কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশকে ঠাণ্ডা রাখে। গাছপালা, বনজঙ্গল যতবেশি কাটা হবে। পরিবেশের ভারসাম্য ততবেশি নষ্ট হবে কারণ বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে। বাতাস হয়ে উঠবে গরম। বর্তমানের বাতাস সবসময়ই গরম কারণ গাছাপালার পরিমাণ কমে যাওয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড কোথাও শোষিত না হয়ে বাতাসে থেকে যাচ্ছে এবং বাতাসকে গরম করে তুলছে। গাছপালা পরিবেশকে রক্ষা করে এই বিবেচনায় আমাদের সকলের গাছ লাগানো উচিত। বন্যার সময় দেখা যায় নদীর যে পাড়ে গাছপালা বেশি থাকে সেই পাড় ভাঙ্গে না। সেই পাড়ের মানুষ ঘর-বাড়ি সবই রক্ষা পায় কারণ গাছের শেকড় মাটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকে কিন্তু যে পাড় গাছপালা থাকেনা সে পাড় ভাঙ্গে বেশি। বৃক্ষ রোপণ একটি সামাজিক দায়িত্ব তাই গাছ না কেটে আমাদের সবার গাছ লাগনো উচিত। শহরে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলার সংস্কৃতিকে সবারই বর্জন করা উচিত। শহরের ময়লার আস্তানা হয় রাস্তায় অথবা ড্রেনে এবং বৃষ্টি হলেই ড্রেনের পানি রাস্তায় উঠে আসে কারণ ড্রেনতো ময়লা দিয়ে ভরা। পানি যেতে পারে না। রাস্তা একটি সামাজিক সম্পদ এবং তা পরিষ্কার রাখা আমাদের সবারই সামাজিক দায়িত্ব॥ ❑

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেঁচে থাকার ...

(১১ পৃষ্ঠার পর)

প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদ দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থ বছর হতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। শুরুতে ১,০৪,১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়।

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ২লক্ষ জন এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ২৫০ হিসেবে বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ৬০.০০ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৬০ হাজার জনে, মাসিক ভাতার হার ৩০০ টাকায় এবং বার্ষিক বরাদ্দ ৯৩.৬০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৬ হাজার জনে উন্নীত করা হয় এবং মাথাপিছু মাসিক ভাতা ৩০০ টাকা হিসেবে বার্ষিক বরাদ্দ ১০২.৯৬ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ৭৫০ টাকা হিসেবে ১৬২০ কোটি টাকা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিবিড় তদারকি এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণে প্রায় শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সময় প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হল, বিদ্যমান বাস্তবায়ন নীতিমালা সংশোধন করে যুগোপযোগীকরণ, উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ, ডেটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ১০ টাকার বিনিময়ে সকল ভাতাভোগীর নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খুলে জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতার অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

১. *"প্রতিবন্ধিতা - বাংলাপিডিয়া"। bn.banglapedia.org*

২.*bn.wikipedia.org.* ❑

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে

মালা রিবেরু

প্রতিবন্ধী বলতে আমরা তাদেরকে বুঝি শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম এবং এই অক্ষমতার জন্য সে তার প্রাত্যহিক কাজ করতে পারে না (যেমন: খেতে পারে না, পোশাক পড়তে পারে না, একা-একা কোথাও যেতে পারে, পরিষ্কার-পরিছন্ন থাকতে পারে না) বা সমাজের মানুষের সাথে সুসর্ম্পক স্থাপনে করতে পারে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রকাশিত "International classification of impairment, Disability and Handicap (ICIDH)" শীর্ষক প্রকাশনায় বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী সমস্যাকে ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা-

১.দুর্বলতা (Impairment), ২.অক্ষমতা (Disability), ৩.প্রতিবন্ধী (Handicap)।

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১-এ বলা হয়েছে যে, "প্রতিবন্ধী অর্থ এমন এক ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এবং উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপনে অক্ষম"।

প্রতিবন্ধীতার প্রকারভেদ:

প্রতিবন্ধীতার প্রকারভেদ বিভিন্ন ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। যেমন :

কখন শুরু হয়েছে তার ভিত্তিতে

প্রাথমিক প্রতিবন্ধীতা: বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে তাকে প্রাথমিক প্রতিবন্ধীতা বলা হয়?

পরবতী বা অর্জিত প্রতিবন্ধীতা: জন্মের পরে বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করে থাকলে থাকে পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিবন্ধীতা বলা হয়?

কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে

শারীরিক প্রতিবন্ধী: চলনে অক্ষম ব্যক্তিকে দৈহিক/শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী
শ্রবণ প্রতিবন্ধী : যারা
বাক প্রতিবন্ধী
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী
বহুবিধ প্রতিবন্ধী
মাত্রা অনুযায়ী
মৃদু মাঝারি
তীব্র চরম

প্রতিবন্ধীতার কারণ

বেশিরভাগ প্রতিবন্ধতার কারণ আমাদের জানা নেই? কিন্তু যেগুলো সম্বন্ধে জানা যায়, তা কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

সাধারণ কারণসমূহ:

ক. বংশানুক্রমিক

রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন-কোন আত্মীয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক (সন্তানদের মধ্যে)

দুর্ঘটনা
উচ্চমাত্রার জ্বর
বিষক্রিয়া

মস্তিষ্কের কিছু-কিছু ইনফেকশন বা অসুখ বা টিউমার পুষ্টি অভাব, ভিটামিনের অভাব, আয়োডিনের অভাব ইত্যাদি

খ.জন্ম-সম্পর্কিত কারণসমূহ:

১.জন্মের পূর্বে :

মায়ের বয়স যদি ১৬ বছরের নিচে অথবা ৩০ বছরের উপরে হয়।

গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টির অভাব: গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের মধ্যে যদি মা কোন রকম কড়া ঔষধ গ্রহণ করে থাকে অথবা কীটনাশক, রাসায়নিক, রশ্মি, বিষক্রিয়া গ্রহণ করে থাকে।

গর্ভাবস্থায় যদি মায়ের বিশেষ হাম হয় এটি সাধারণত প্রভাব বিস্তার করে থাকে ইন্দ্রিয় স্থান (শ্রবণ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে), মস্তিস্কের সেরেব্রাল পালসি অথবা মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব অথবা শরীরের অভ্যন্তরের বাহুতেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে?

গর্ভধারণকারী মায়ের যদি হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত জটিলতা বা ডায়াবেটিস থাকে-

গর্ভধারণকারী মায়ের যদি বিভিন্ন অভ্যাস থাকে- যেমন- মদপান, ধূমপান করা, তামাক ব্যবহার করা ইত্যাদি?

২. জন্মের সময়

অপরিপক্বতা
প্রসবের সময় অব্যবস্থাপনা (সাধারণত অপ্রশিক্ষিত কোন কর্মী দ্বারা)
প্রসবের সময় সঠিকভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করা হলে মাথায় আঘাত
প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব

গ.জন্মের পরে:

মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে
প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব
দুর্ঘটনা
উচ্চমাত্রার জ্বর
বিষক্রিয়া
মস্তিষ্কের কিছু কিছু ইনফেকশন, রোগ এবং টিউমার

সাধারণত উপরোক্ত কারণে এইসব প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়ে হয়ে থাকে?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শারীরিকভাবে অক্ষমতার জন্য সে অর্থ উপার্জন করতে পারে না এবং এর জন্য পরিবার তথা সমাজের বোঝাস্বরূপ মনে করা হয়, পাশাপাশি একটি পরিবারে যখন অসুস্থ থাকে সেই পরিবার বুঝে তার কষ্ট, কিন্তু সেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আছে অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তিদের মতো বেঁচে থাকার অধিকার, অধিকার, তাই সরকার সার্বিক দিক বিবেচনা করে প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম শুরু করেন এবং বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রদানে বদ্ধপরিকর। ২০০১ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে এ আইনটি বাতিল করে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩" প্রবর্তন করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের সুরক্ষা প্রদানের অনন্য দলিল। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভূমিকা : ২০২০ খ্রিস্টাব্দ জোড় বছরে মহামারি প্রাণঘাতি নভেল করোনাভাইরাস, সমগ্র বিশ্বে ভয়াবহ আলোরণ সৃষ্টি করে সর্বক্ষেত্রে লণ্ড–ভণ্ড ও তছনছ করে ফেলছে। এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে করোনার প্রভাব পড়েনি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, ধর্মীয় ও নৈতিক ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। উন্নত, উন্নয়নশীল এবং নিম্ন আয়ের দেশ তথা বিশ্বের সর্বত্র এ ভয়াবহ চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ জনকণ্ঠে ডব্লিউএইচও সংবাদমাধ্যমকে বলা হয়েছে যে, বিশ্বজুড়ে করোনার মৃত্যু ২০ লক্ষ পৌঁছাতে পারে। নিশ্চয়ই এটি একটি বিপদ সংকেত ও হতাশার চিত্র।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে চীনের উহানে করোনা আবির্ভূত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুতে উর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এ ব্যাপারে সর্তক করে দিচ্ছে। পূর্বদেশ পত্রিকায় ১৬ এপ্রিল ২০২০ শাহবুদ্দিন খালেদ চৌধুরী লিখেছেন, করোনাভাইরাস মানব সৃষ্ট দুর্দশা। সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসেছিল, ঐ বৈঠকে সবাইকে সর্তক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, "করোনাভাইরাস মোকাবিলা নিয়ে প্রতিটি দেশ ব্যস্ত আর তার সুযোগ নিতে পারে সন্ত্রাসী গোষ্ঠি। জৈব অস্ত্র ব্যবহার করে তারা হামলা চালাতে পারে। তিনি আরো বলেন এটি একটি প্রজন্মের লড়াই। মহামারি করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে হবে, ব্যর্থ হলে মানব জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হবে। বিশ্বে ২১৪টি দেশ এ মহামারি রোগে আক্রান্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে গোটা বিশ্ব কমপক্ষে বিশ বছর পিছিয়ে গেল এমন ধারণা অর্থনীতিবিদদের। তবে সকল দেশই শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়ের উৎস এবং শিল্পখাদকে চাঙ্গা করার পথে এগুচ্ছে। মোট কথা বিশ্বে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে তা কাটিয়ে উঠতে বহু বছর সময় লাগবে।

করোনার বর্তমান বাস্তবতা : মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস টুইটার বার্তায় দু'টো বিষয় উল্লেখ করেছেন–

(ক) আমরা সকলেই পাপী। আমাদের সকলেরই জীবন পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

(খ) ঈশ্বর মানুষকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু প্রকৃতি মানুষকে ক্ষমা করবে না। ২৭ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ *(তথ্যসূত্র: জেনিত ও কাথলিক নিউজ এজেন্সি)*।

পোপ মহোদয়ের ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের আর বুঝতে বাকী নাই যে, আমরাই সকল অপকর্মের জন্য দায়ী। প্রকৃতির ওপরে এত বেশি অত্যাচার প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছি যার প্রতিশোধ প্রকৃতি তুলে নিচ্ছে। সহজ কথায় বলতে গেলে আমরা প্রকৃতি পঁচিয়ে ফেলেছি অপব্যবহারের মাধ্যমে। জলবায়ুর যে আমুল পরিবর্তন তার পিছনে আমাদেরই অপব্যবহার, অত্যাচার, অযত্ন, অবহেলা ইত্যাদি অনেক কিছু দায়ী। উৎপত্তিস্থল যেখানেই থাকে না কেন সত্যিকার বাস্তবতা হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি এ মহামারি কোভিড–১৯ অস্বীকার করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। আমাদের মনে থাকতে পারে ভেতবমি বা কলেরার কথা। যে পরিবারে একজন ব্যক্তির হয়েছে কি অন্যদেরও ছোঁয়াচে হিসেবে হতে পারে এভাবে অন্য সদস্যরা পালিয়ে গেছে না হয় অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগ হতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করেছে। এমনও হয়েছে মৃত ব্যক্তির সৎকার করার লোক খুঁজে না পেয়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে দায়সাড়া কাজ করতে হয়েছে।

কোভিড–১৯ দেখা যাচ্ছে আরো ভয়াবহ। বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে কারো দোষ, অন্যায়, অপরাধ বা দায়ী এককভাবে একথা বলার কোন অবকাশ নেই। আবার সমাধানের পথও কোন সহজ পদ্ধতি দ্বারা করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিষেধক ভ্যাকসিন বা ঔষধ আবিষ্কার রাতারাতিও করা যাচ্ছে না। বলা হচ্ছে আগামী ২/৩ বছর করোনা নির্মূল হবার সম্ভাবনা নেই। কেমন হতাশার চিত্র। বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ল্যাবরেটরীতে কতই না পরীক্ষা–নিরীক্ষা চলছে কিন্তু আশার আলো কেউ দেখতে পারছেন না। এভাবে চলতে থাকলে মানুষ মানসিক দুশ্চিন্তায় অর্ধমৃত হয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে বিশ্ব অর্থনীতির ৩ শতাংশ খেয়ে ফেলছে করোনার।' *(জনকণ্ঠ ১৬ এপ্রিল ২০২০)* বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে–বিশ্বে অনাহারে মারা যেতে পারে ৩ কোটি মানুষ। (ডব্লিউএফপি) করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বে বেকারত্ব ও চাকুরী হারাবে ১৯ কোটি মানুষ। এর মধ্যে ১২ কোটি বসবাস করেন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে। কোভিড-১৯ এ মৃত ব্যক্তিদের বয়সের অনুপাতও জনসংখ্যা তথ্যবিদদের ইতোমধ্যে পরিসংখ্যান হিসেব করে প্রকাশ করেছেন। ৭০-৮০ বছর, ৬১-৭০ বছর, ৫১-৬০ বছর, ২১-৩০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি। এখন দেখা যাচ্ছে শিশুরাও এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আবার মহিলাদের তুলনায় পুরুষ আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণ করছে অধিক হারে। এর রহস্য অনেক গভীরে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দৈনিক খবরের কাগজ বা সংবাদপত্রের সংখ্যা ইংরেজী বাংলা মিলে ২৮/৩০টি। প্রতিদিনকার খবর বার্তায় জানিয়ে দেয়া হচ্ছে বিশ্বে ও বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থের পরিসংখ্যান এ হিসেবমতে অর্থাৎ আমার এ লেখাটির তারিখ ২৭/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী তথ্য তালিকায় নিম্নে বর্ণিত পরিসংখ্যান তুলে ধরছি।

বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা = ৩,২৮,০২,৬৭২জন
বিশ্বে মৃত্যু সংখ্যা = ৯,৯৪,৩১১জন
বিশ্বে সুস্থ হওয়ার সংখ্যা = ২,৪১,৯৯,৩৩০জন
বাংলাদেশে আক্রান্ত সংখ্যা =৩,৫৭,৮৩৭জন
মৃত্যু সংখ্যা = ৫,১২৯জন
সুস্থ সংখ্যা = ২,৬৮,৭৭৭জন।

আমার লেখাটি যখন ছাপা হবে এ পরিসংখ্যানের আমূল পরিবর্তন ও উর্ধ্বগতি হবে এটি বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই বোঝা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অগ্রিম সতর্কবার্তায় জানাচ্ছে যে, শীত মৌসুমে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বহু বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করছে।

মহামারি করোনায় প্রাপ্ত শিক্ষা :- বিশ্বে কোভিড-১৯ অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ভয়াবহ ও হতাশার চিত্র ফুটে উঠছে। যেহেতু রোগটি ছোঁয়াচে এবং খুবই দ্রুত সমগ্র বিশ্ব গ্রাস করছে, এর থেকে বড় ধরণের শিক্ষা মানব জাতি প্রাপ্ত হয়েছে। অসাবধানতা, অসতর্কতা, প্রকৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হওয়াই স্বাভাবিক। করোনার দ্বারা সর্বস্তরের মানুষের জন্য অনেক শিক্ষাই দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কয়েকটি শিক্ষা চিহ্নিত করে লেখনীতে তুলে ধরছি : যেমন **(১)** সতর্কতা–সাবধান থাকা, সচেতনভাবে জীবন-যাপন, নিজেকে রোগ থেকে মুক্ত রাখা এবং অন্যদেরও একই সুযোগ প্রদান করা।

(২) সাবান ও মাস্কের ব্যবহার-বেশি করে হাত পরিষ্কার রাখা, ঘরের বাহিরে গেলে নাকে–মুখে মাস্ক ব্যবহার সুস্থ থাকার উত্তম হাতিয়ার হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশনা দিয়েছেন।

(৩) পরিষ্কার-পরিছন্ন থাকা-কাপড়, পায়ের জুতো-সেন্ডেল নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, পানি যথেষ্ট পরিমাণ স্নানে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাতে কোন প্রকার জীবাণু দেহে প্রবেশ করতে না পারে।

(৪) আয় বুঝে ব্যয়- করোনায় কর্মজীবী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বড় ধরণের শিক্ষা হচ্ছে সীমিত আয় দ্বারা কোন প্রকার অপচয় না করে জীবন ধারণ।

(৫) দূরদর্শী চিন্তা- সঞ্চয়ের মনোভাব বৃদ্ধি, অধিক আয়ের সুব্যবস্থা এসব পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে সচেতনভাবে চলমান রাখা করোনার একটি বড় শিক্ষা।

(৬) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঈশ্বরভীরু, প্রার্থনাশীল, অশান্তি এড়িয়ে চলা, সহজ-সরল মন নিয়ে পরিবার ও সমাজে বসবাস করার মধ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, অনুগ্রহ লাভ করে যিশুর কথা অনুসারে শান্তি যেখানে আমিতো সেখানে আছি। আমারই শান্তি তোমাদের দিয়ে গেছি। অতএব সুখে-শান্তিতে থাকার মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিরাজ করে এবং দুশ্চিন্তা হতাশা দূর করে।

(৭) অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে মানুষ হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছে ও উপলব্ধি করতে পেরেছে যে অভাব-অনটন, পেটের ক্ষুধা, দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকট কত ভয়াবহ ও মানসিক কষ্টস্বীকার হতে হয়।

(৮) কোভিড ১৯- পেশা পরিবর্তন করে আর্থিক সংকট লাঘবের বিষয় ও সচেতনতা বৃদ্ধি সুযোগ করে দিয়েছে। বাঁচতে হলে খেতে হবে, স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে হবে এগুলো করোনারই ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে। লজ্জা, যে কোন কাজকে তুচ্ছ মনে না করে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে তা করতে বাধ্য করেছে মাহামারি করোনা।

(৯) মানুষের জীবন-যাপনে কমপক্ষে তিন ধরণের চাহিদা থাকে (ক) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব (খ) বিলাস দ্রব্যের অভাব (গ) আরামপদ দ্রব্যের অভাব বা চাহিদা। করোনা শিক্ষা কোন প্রয়োজন বা চাহিদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দিতে হবে, নিশ্চয়ই মৌলিক চাহিদাগুলো।

(১০) করোনায় আক্রান্ত, মৃত্যু বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিন্তার বিষয় হিসেবে প্রত্যেক সচেতন নাগরিককে ভাবিয়ে তুলেছে এবং বলতে গেলে প্রকৃতি মানুষকে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে।

করোনায় ক্ষতিসমূহ: বিশ্ব জুড়ে যে রোগের প্রার্দূভাব নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তের দিকও কোন অংশে কম নয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ২০ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করবে এমন আভাস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। অন্যদিকে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে ও হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কর্মসংস্থান হারাচ্ছে লক্ষ-লক্ষ মানুষ। আর্থিক ক্ষতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পারিবারিক কলহ, বিচ্ছেদ, অশান্তি এগুলো ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানবাহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অকল্পনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

করোনাভাইরাসের প্রকোপ লকডাউন, জনসমাবেশ নিষিদ্ধ, কোন প্রকার উৎসব, উপাসনালয় বন্ধ সাময়িক, যানবাহনের সীমিত পরিসরে আসন বিন্যাস, পরিবহনে দ্বিগুণ ভাড়া আদায়। অপরদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ কয়েক মাস বন্ধ থাকায় লেখা পড়ায় ব্যাপক বিঘ্ন ঘটেছে। শিশু, কিশোর, যুবাদের দীর্ঘদিন বন্ধ ঘরে থাকতে-থাকতে মানসিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। কোন আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, শিশুদের মাঠে খেলাধুলা বন্ধ থাকায় কি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তা ভাষায় বুঝানো সম্ভব নয়।

সীমিত আয় দ্বারা পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে অনেকেই ঋণের বোঝায় হিমশিম খাচ্ছে। কিভাবে এত ঋণ পরিশোধ করবে এমন অস্থিরতায় অনেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। বেশ কিছু মানুষ রোগাগ্রস্ত হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। আর্থিক দৈন্যতা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, দরিদ্র আরো দরিদ্র হয়ে পড়েছে। বিগত ২৪/৯/২০২০ সাঙ্গু পত্রিকায় ছাপা হয়েছে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যকর্মী নার্স ও ডাক্তারসহ ৭ হাজার ৯৯৫ জন, শুধু মাত্র করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ৮৮ জন চিকিৎসক। করোনায় জনপ্রতিনিধি, পুলিশ প্রশাসন, জাতীয় সংসদের মন্ত্রী, বিশিষ্ট শিল্পপতি, আইনজীবী, আপামর জনসাধারণসহ বাংলাদেশে পাঁচ হাজারের বেশি গত মার্চ মাস হতে এযাবত মৃত্যুবরণ করেছে। স্বাভাবিক মৃত্যু, দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক কথা কিন্তু আকস্মিক কোভিড-১৯ সব বয়সের সর্বস্তরের মানুষের মৃত্যু অপূরণীয় ক্ষতিরই বহিপ্রকাশ, এমন একটি রোগ যেখানে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া অপ্রত্যাশিত ঘটনার সামিল।

আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সম্মেলনে করোনা মোকাবিলা করতে ছয়দফা প্রস্তাব উত্থাপন করছেন এমন আভাস টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে দেওয়া হয়েছে।

এমন আর একটি ক্ষতিকারক বিষয় হচ্ছে কোন পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী করোনায় মৃত্যুবরণ। অথৈ সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে না ফেরার দেশে চলে যাওয়া শোকার্ত পরিবারকে নিস্ব করে দিয়েছে। আর একটি ক্ষতিকারক দিক প্রকাশিত হয়েছে করোনা চলমান অবস্থায় স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি। মাস্ক তৈরী, ভূয়া সার্টিফিকেট ব্যবসায় এক শ্রেণী দুর্নীতিবাজ রাঘব বোয়াল ব্যবসায়ী রাতারাতি কোটি-কোটি টাকার পাহাড় গড়ে তুলে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছে পরিণত হয়েছে। বিদেশে চাকুরীরত প্রবাসী করোনায় স্বদেশে ফিরে এসে পুনরায় কর্মস্থলে প্রবেশের জন্য করোনায় নেতিবাচক সার্টিফিকেট বিমানবন্দরে প্রদর্শণ করতে গিয়ে অনেক প্রবাসী জালিয়াতির খপ্পরে পড়ে। একারণে চাকুরীচ্যুত হয়েছে বহু কর্মী, ঋণ করে বিদেশে গমন হতে বিতারিত প্রচুর ব্যক্তি এখন মানবেতর জীবন-যাপন করছে। এভাবে কত যে মানুষ করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার প্রকৃত চিত্র নিরুপণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

উপসংহারঃ মহামারি কোভিড-১৯ মরণব্যাধি হিসেবে এখন বিশ্বে খুবই পরিচিত। কোন জাতিগোষ্ঠি হিসেবে এর কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। রোগ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ ব্যক্তিদের সৎকার করতেও নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনীহা, সংকোচ, পালিয়ে গিয়ে মৃত ব্যক্তিকে জঙ্গলে অথবা রাস্তায় রেখে যাওয়ার মত ঘটনাও ঘটেছে। করোনা পজিটিভ ধরা পড়ায় স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেয়া হয়নি। পরিবারে কারো রোগটি শনাক্ত হলে ছেলে-মেয়েদের আতঙ্কে কাঁদতে শোনা যায়। করোনা আক্রান্তদের ৩/৪ বার পরীক্ষা দিতে গিয়ে যাতায়াত খরচসহ ঔষধ বাবদ প্রচুর টাকা ব্যয়ে অনেকের নাভিশ্বাস উঠছে। আবার মান-সম্মানের ভয়ে করোনায় আক্রান্ত হলেও জনসম্মুখে শুধু নয়, গোপন রাখা হচ্ছে রোগিকে। সততার অভাবে নৈতিক অবক্ষয় এখন আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অনেকে সম্পদ ও অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছে এ মহামারি চলমান অবস্থায়। এমনিতেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, বেকারত্ব, স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত করছে এর উপর অনৈতিক কার্যক্রম এমনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, লাগাম টেনে ধরা দুরূহ হয়ে পড়ছে। সর্বশেষ যেটি সকলে জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে নিজে বাঁচি সমাজকে বাঁচাতে চেষ্টা করি।

কোভিড-১৯ হতে, নিরাপদে থাকার জন্য চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস কর্তৃক প্রকাশিত মহামারি ও রোগ সংক্রমণের প্রার্থনা:

হে প্রভু যিশু, তুমি বিশ্বজগতের ত্রাণর্কতা,
তুমি আমাদের নিরাপদ ও চিরস্থায়ী আশা,
আমাদের প্রতি দয়া করো
এবং সকল মন্দতা হতে আমাদের রক্ষা করো।
তোমাকে অনুনয় করি,
বর্তমান সময়ে যে ভয়ঙ্কর ভাইরাস
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে,
তার আঘাত কাটিয়ে উঠতে আমাদের
সাহায্য করো।
তোমাকে অনুনয় করি,
যারা সুস্থ তাদের সুরক্ষা দান করো
যারা অসুস্থ তাদের নিরাময় করো,
যারা সকলের স্বাস্থ্যসেবায় নিবেদিত,
তুমি তাদের সুরক্ষা ও পরিচালনা দান করো।
হে আমাদের পালনকর্তা,
আমাদের উপর করুণা করো
এবং তোমার মহান প্রেমে তোমার ও
আমাদের মা,
যিনি আমাদের সকল প্রয়োজনে সর্বদা
পাশে আছেন,
সেই পরম পবিত্রা মা-মারীয়ার মধ্যস্ততায়
আমাদের রক্ষা ও সাহায্য করো।
হে প্রভু যিশু, তোমাকে এই মিনতি
জানাই, তুমি জীবিত আছো ও রাজত্ব
করছো, যুগে যুগান্তরে, আমেন।।

১ প্রভুর প্রার্থনা, ১০ দূতের বন্দনা, ১ ত্রিত্বের জয়।

রোগিদের স্বাস্থ্য, মা-মারীয়া: আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর॥ ❑

সুস্মিতার দিনকাল ...

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিদিন বিকাল হলেই উঠানে বদন, বৌ-ছি খেলার ধুম পড়ে যেতো। সব এখন বন্ধ।

পুচকিটার পছন্দ মটু-পাতলু আর সুস্মিতার ডরিমন কার্টুন। আর এ নিয়ে দু'জনের ঝগড়া বাঁধে প্রায়ই। টেলিভিশনের রিমোর্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি। দুজনই পছন্দমত কার্টুন দেখবে। শেষে সুস্মিতাকেই ক্ষান্ত হতে হয়। সুস্মিতা আলতো করে উঠে চলে যায়। পুতুলের ঘরে গিয়ে পুতুল খেলা শুরু করলে পুচকিটা সেখানে গিয়েও হাজির। সুস্মিতার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, দিদি আমিও পুতুল খেলবো।

পুচকির কথা শুনে সুস্মিতার সব মান-অভিমান দূর হয়ে যায়।

একদিন সকালবেলা। সুস্মিতা পুতুলগুলোকে নতুন কাপড় পরাচ্ছে। গতকাল কেবল কাপড়গুলো বানানো হয়েছে। পুচকিটা মায়ের সাথে অন্য ঘরে। পুতুলগুলোকে কাপড় পরাতে-পরাতে সুস্মিতার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। ঘুমের ঘোরে সুস্মিতা দেখতে পেল- পৃথিবীতে করোনাভাইরাস যেন আর নেই। সবাই রাস্তায় আনন্দ মিছিল বের করেছে। কারো মুখে মাস্ক নেই। হাত ধরাধরি করে বেড়াতে যাচ্ছে সবাই। সুস্মিতারও মনে হলো- কতদিন মামা বাড়িতে যাওয়া হয়নি। এবার যাবে। মিমি, ত্রয়ী, এ্যাথি, রূথি, রচনা, পাপিয়া, স্বস্তিকারা নতুন পোশাক পরে এসেছে। বাহিরে চিৎকার করে গান গাইছে সবাই। করোনাভাইরাস দূর হয়েছে বলে সবাই আনন্দিত। কতদিন পর মনে হচ্ছে নির্ভয়ে খোলা বাতাস নিচ্ছে। সুস্মিতা জানালার পাশে বসে ওদের আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া দেখে। পুচকিটার লাফালাফি দেখে হাসি আর থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সুস্মিতারও আনন্দ বেশ- এবার তবে স্কুল থেকে ভ্রমণে যাওয়া যাবে। এ্যাথিকে ঘরের কাছে এগিয়ে আসতে দেখলো সুস্মিতা। বাহির থেকে ডাকাডাকি করছে- এই ওঠ-ওঠ। ওরে বাবা কুম্ভকর্ণের মতো কি ঘুমরে! দুপুরের খাবার খাবি না?

সুস্মিতা আড়মোড়া ভেঙ্গে ওঠে। দেখে মা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। সুস্মিতা জানালা দিয়ে বাহিরে তাকায়। উঠানে কেউ নেই। বাহিরে বৃষ্টিভাব। বৃষ্টির কারণে চারিদিকে অন্ধকার। রান্না ঘরের বারান্দায় বসে পুচকিটা ভাত খাচ্ছে।

সুস্মিতা ভাবতে থাকে, কি দরকার ছিলো ঘুমটা ভাঙ্গানোর? ❑

সুস্মিতার দিনকাল

সাগর কোড়াইয়া

মন ভালো নেই সুস্মিতার। করোনার কারণে কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না তিন মাস যাবৎ। শুধুমাত্র এবাড়ি, সেবাড়ি। তবু বাঁধা নিয়মের মধ্যে। পাশের বাড়িতে গেলেও মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক। নয়তো মা রাগ করে। অন্য বাড়ি থেকেও কেউ এ বাড়িতে আসতে পারছে না। খেলাধূলা তো একেবারেই বন্ধ। মোবাইলে গেমস্ রয়েছে। মাঝে-মাঝে খেলা হয়। কিন্তু সুস্মিতার মোবাইলে গেমস্ খেলতে ভালো লাগে না। তবু মা সারাক্ষণ মোবাইলেই গেমস্ খেলতে বলে।

ছোট বোনের সাথে মাঝে-মাঝে খেলাধূলা করে। কিন্তু খেলার চেয়ে ঝগড়ার পরিমাণটাই বেশি। বোনের সাথে ঝগড়া হলে সবাই বোনের পক্ষই নেয়। খারাপ লাগে সুস্মিতার। ওর দোষ না থাকলেও ওকেই সবাই দোষারোপ করে। অনেক সময় ইচ্ছা হয় বোনকে কিছু না বলেও যেহেতু কথা শুনতে হয়, তাহলে একদিন সত্যি-সত্যি মারবে পুচ্‌কিটাকে। কিন্তু কোনদিন মারা হয় না; বরং আদরটাই হয় বেশি। পুচ্‌কিটার উপর সুস্মিতার রাগ হয় বেশি যখন গান প্রেকটিস করতে থাকে। হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসলেই পুচ্‌কিটা কিভাবে যেন টের পায়। ঠিকই সময় মতো এসে হাজির। সুস্মিতা গান ধরলে পুচ্‌কিটাও গান ধরতে শুরু করে। এই বয়সেই ওর গানের গলা বেশ ফুটে উঠছে। মাঝে হারমোনিয়াম বাজানোর বায়নাও ধরেছিলো। কিন্তু ভেঙ্গে ফেলার ভয়ে পুচ্‌কিকে হারমোনিয়াম ধরতে দেওয়া হয়নি। একদিন জিদ্ করে হারমোনিয়ামের উপরে উঠে বসে। সুস্মিতা ওকে নামাতে গেলে বাঁধে বিপত্তি। কিছুতেই ও নামবে না। পুচ্‌কিকে বাজাতে দিতে হবেই। পরে চকলেটের লোভ দেখিয়ে নামানো হয়।

গানের মাস্টার মশাই ইদানিং আর আসছেন না। বলা তো যায় না যদি সাথে করোনা চলে আসে। একদিকে ভালোই হয়েছে মাস্টারমশাই আসছেন না। সুস্মিতার গান শিখতে ভালো লাগে না। স্বরগমের মধ্যে কোন আনন্দ পায় না। বরং গল্প করতে আর শুনতেই ভালো লাগে বেশি। বাড়িতে কেউ এলে তার কাছে গল্পের আবদার থাকবেই। একমাত্র বান্ধবী মিমের সাথে দেখা সাক্ষাৎ নেই অনেক দিন হলো। মোবাইলে কথা হয়; কিন্তু স্বাদ যেন পূর্ণ হয় না। স্কুল বন্ধ। স্কুল চলাকালীন সময়ে কোনদিন ছুটি থাকলে কি যে আনন্দ লাগতো! কিন্তু এখন স্কুলে যেতে না পেরে বরং ভালো লাগে না। কত গল্প জমে আছে। স্কুল খুললেই বান্ধবীদের সব বলতে হবে।

স্কুলের সামনে চটপটি বিক্রেতা জন দাদুর চটপটির স্বাদ কতদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। সুস্মিতা মনস্থির করেছে স্কুল খোলার প্রথমদিন তিন প্লেট চটপটি সাবার করবে। কিন্তু বিপত্তি হচ্ছে ঠাকুরমাকে নিয়ে। স্কুলে নিয়ে যাওয়া ও আসায় ঠাকুরমা একেবারে সিদ্ধহস্ত। এমনকি টিফিনের সময় টিফিন

নিয়ে এসে ঠাকুরমা স্কুলে দাঁড়িয়ে থাকে। বাহির থেকে যে কিছু কিনে খাবে সে উপায় নেই। কত ছাত্র-ছাত্রী বাহির থেকে কত কি কিনে খায়। সুস্মিতারও ইচ্ছা করে কিনে খেতে। কিন্তু নিষেধের প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে যে! নিষেধের দেওয়াল ভেঙ্গে সুস্মিতার বাহিরে বের হয়ে আসতে মন চায়। তবু বেশ কয়েকবার লুকিয়ে চটপটি খেয়েছে।

বাবা দুই মাস অফিসে যায়নি। তখন সারাদিন পড়াশুনা করতে হতো। একটু ফুসরৎ পাওয়া যেতো না। একটার পর একটা পড়া দিয়েই রাখতো বাবা। একই পড়া বার-বার পড়তে ভালো লাগে না। তবু বাবার একই কথা, করোনা দূর হলেই পরীক্ষা; এবারও ফাস্ট হওয়া চাই।

সুস্মিতার দুঃখ একটাই- ও যে কি চায় তা কেউ জানতে চায় না। কিন্তু অন্যেরা ওর কাছে কি চায় তা পূরণ করতে হবে হানড্রেট পারসেন্ট।

ইদানিং গির্জা আবার খুলেছে। প্রায় তিন মাস যাওয়া হয়নি। এই তিনমাস খ্রিস্টযাগে যেতে না পেরে সুস্মিতার কেমন জানি লেগেছে-করোনাভাইরাসের কিছুদিন আগেই মাত্র প্রথম কমূনিয়ন গ্রহণ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে যিশুকে গ্রহণ করতে না পেরে সুস্মিতার মন খারাপ। এখন অনেক নিয়মের বেড়াজাল পূরণ করে তবে গির্জায় প্রবেশ করতে হয়। গির্জাঘরেও নিয়ম পালন করতে হয়। কেউ কাছাকাছি বসতে পারবে না। সেনিটাইজার দিয়ে হাত স্প্রে করতে হবে। খ্রিস্টযাগের পর দাঁড়িয়ে গল্প করা যাবে না। কিন্তু সুস্মিতার খ্রিস্টযাগের পর বাহিরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে ভালো লাগে। কত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে এক সপ্তাহ পরে দেখা হয়। করোনার কারণে সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। সুস্মিতার ভালো লাগে না এ সব। ওর চিন্তা একটাই- কবে আবার সবকিছু স্বাভাবিক হবে। করোনাভাইরাস কবে চলে যাবে।

করোনাভাইরাস আসার আগে স্কুল থেকে ভ্রমণে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিলো। গাড়িতে চড়লে অসুস্থ হয়ে যায় বলে সুস্মিতাকে ভ্রমণে যেতে দেওয়া হবে না। সুস্মিতার সে কি আবদার। অবশেষে অনুমতি মেলে। কিন্তু করোনার কারণে সে ভ্রমণ বাতিল হয়।

সুস্মিতার আফসোস! জীবনের প্রথম ভ্রমণ তাও কপালে সইলো না। বান্ধবীরা মিলে বহু পরিকল্পনা করে। ভ্রমণে গিয়ে কে কি করবে। রাতে ঘুমাতে গিয়ে কবে ভ্রমণের দিন আসবে শুধু তাই ভাবে সুস্মিতা। ছোট কাকুকে বলে কয়ে ডিজিটাল ক্যামেরাটা নিয়ে যাবার জন্য রাজি করিয়েছিলো সুস্মিতা। কাকু অবাক করে দিয়ে এক হাজার টাকাও দেয়। সুস্মিতার সে কি আনন্দ! পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় হয়েছে। যদিও এত টাকা লাগবে না।

করোনার কারণে স্কুল বন্ধ হলেও সুস্মিতা ভ্রমণের আশা ত্যাগ করেনি। কিন্তু করোনার পরিস্থিতি দেখে অবশেষে ভ্রমণ বাতিল হয়। ভ্রমণ বাতিলের কথা শুনে সুস্মিতা কেঁদেছিলো খুব।

সুস্মিতা ইদানিং বুঝতে পারছে ওর শরীরটা ভারি হয়ে যাচ্ছে। করোনার আগেও দৌড়াদৌড়ি করলে হাঁপিয়ে উঠতো না; কিন্তু এখন অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠে। করোনার আগে পাশের বাড়ির ত্রয়ীর পুতুলের সাথে নিজের পুতুল কিসমিতার বিয়ে দিতে এ বাড়ি ও বাড়ি কতো আয়োজন-দৌড়াদৌড়ি। এখন নিজের ঘরেই পুতুল খেলতে হয়। পুতুলের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আগে

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

যুবশ্রেণি, পরিবার ও মণ্ডলীর প্রাণ : দায়িত্ববোধ ও প্রত্যাশা

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

যিশু খ্রিস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর পরিচালক হলেন পুণ্যপিতা পোপ। যিশু পিতরকে দায়িত্ব দিয়ে বলেন, "আমি তোমাকে বলছি, তুমি তো 'পিতর' (অর্থাৎ পাথর) আর এই পাথরেরই ওপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব। মৃত্যুলোকের শক্তি তাকে কোনদিন পরাভূত করতে পারবে না" *(মথি ১৬:১৮)*। মণ্ডলী অর্থাৎ ঈশ্বর আশ্রয়ে সম্মিলীত হয়েছে বা হবে। প্রভু যিশু তাঁর সেই মণ্ডলীর প্রধান ধর্মনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন সিমোন-পিতরকে। তাই আরাধনার মাধ্যমে একত্রে মিলিত হওয়ার আহ্বান।

"হিব্রু ভাষায় 'kahal' শব্দের অর্থ 'ঐশজনগণ' যারা ঐশ উপাসনার জন্যে একত্রে সম্মিলিত হয় *(যাত্রা ১৯:২৪)*। নতুন নিয়মে মণ্ডলী বলতে বুঝায় প্রেরিত শিষ্যদের ঐশবাণী প্রচার ও তাঁদের কাজের দ্বারা যিশু খ্রিস্টের নামে মিলিত জনগণ। নতুন সময়, যখন প্রকাশ্যে দেখা যায় পিতা ঈশ্বরের আহ্বানে খ্রিস্টেরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক নেতার (সাধু পিতর ও পোপগণ) অধীনে পরিচালিত প্রকাশ্য ধর্মীয় সমাজ যার উদ্দেশ্য সকল মানুষের জন্য জগতের শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টের শিক্ষা বহন করা ও ঘোষণা করা এবং ক্রুশীয় বলি ও পুণ্য সংস্কারসমূহ প্রদান করা" *(খ্রিস্টধর্মীয় শব্দার্থ, ১২৩)*

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহের খ্রিস্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টা বিষয়ক নির্দেশনাময় মণ্ডলী বিষয়ক যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা হলো:"মণ্ডলী হচ্ছে মেষপালের খোয়াড়স্বরূপ যার মধ্যে প্রবেশের একমাত্র ও আবশ্যকীয় দরজা হলেন স্বয়ং খ্রিস্ট *(যোহন ১০:১-১১)*। মণ্ডলী আবার মেষপালও বটে যার সম্বন্ধে ঈশ্বর পূর্বেই বলেছেন যে, তিনি নিজেই হবেন তার মেষপালক *(ইসা. ৪০:১১; যাত্রা ৩৪:১১; এবং তৎপরবর্তী)*। মেষপাল যদিও মানবিক-পালকদের দ্বারা পরিচালিত, তথাপি এর পিছনে রয়েছেন খ্রিস্ট নিজে যিনি সর্বদা তাদের পরিচালিত এবং যিনি তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যান; তিনিই উত্তম মেষপালক; তিনি সকল মেষপালকদের সেই মহান রাজা *(যোহন ১০:১১; ১ পিতর ৫:৪)*, যিনি তাঁর মেষদের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন *(যোহন ১০:১১-১৬)*।

মণ্ডলী হচ্ছে চাষের জমি, ঈশ্বরের কর্ষিত ভূমি *(১ করি ৩:৯)* উক্ত জমিতে প্রাচীন জলপাই বৃক্ষের শেকড় হচ্ছেন প্রবক্তাগণ; সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় ইহুদী-অনিহুদীর মিলন সাধিত হয়েছে এবং পুনর্বার সাধিত হবে *(রোমীয় ১১:১৩-২৬)*। সেই ক্ষেতটি উৎকৃষ্ট আঙ্গুর ক্ষেতরূপেই স্বর্গীয় মালিকের দ্বারা রোপণ করা হয়েছে *(মথি ২১:৩৩-৪৩; দ্র: ইসা ৫:১ এবং তৎপরবর্তী)*। অবশ্য দ্রাক্ষালতা হচ্ছেন খ্রিস্ট নিজে, যিনি শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ আমাদের মধ্যে জীবনরস সঞ্চার করেন, আমাদেরকে করে তোলেন ফলশালী। মণ্ডলীর মাধ্যমে আমরা খ্রিস্টের সাথে সংযুক্ত থাকি, কেননা তাঁকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না *(যোহন ১৫:১৫)*।

মণ্ডলীকে অনেক সময় ঈশ্বরের গৃহ বলেও অভিহিত করা হয় *(১ করি ৩:৯)*। এমন কি প্রভু নিজেকে তুলনা করেছেন সেই প্রস্তরের সাথে যা গৃহ নির্মাতারা উপেক্ষা করেছিল, কিন্তু তা হয়ে উঠেছে ভিত্তি-প্রস্তর *(মথি ২১:৪২; দ্র. শিষ্য ৪:১১; ১ পিতর ২:৭; সাম ১১৭:২২)*। সেই ভিত্তি-প্রস্তরের উপরই মণ্ডলীপ্রেরিতদূতদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে *(১ করি ৩:১১)* এবং সেখান থেকেই মণ্ডলী লাভ করেছে দৃঢ়তা ও সংহতি" *(ধারা-৬)*

৪. কাথলিক মণ্ডলী ও প্রসঙ্গ কথা

পোপ মহোদয়ের সঙ্গে যেসকল খ্রিস্টমণ্ডলী যুক্ত তাদের কাথলিক মণ্ডলী বলা হয়। আনুমানিক ১০৭ খ্রিস্টাব্দে আন্তিয়োকের সাধু ইগ্নেসিউস কাথলিক শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। কাথলিক শব্দটির অর্থ হল 'সর্বজনীন'। তিনি বলেছেন, সেখানেই বিশপ উপস্থিত হন সেখানেই জনগণ থাকুক, ঠিক যেমন যিশু সেখানে আছেন, সেখানে রয়েছে কাথলিক মণ্ডলী।'

'কাথলিক শব্দটি সর্বজনীন অর্থ ছাড়াও অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন: কাথলিক স্কুল, কাথলিক প্রেস, কাথলিক উপাসনা, একজন ভাল কাথলিক খ্রিস্টভক্ত ইত্যাদি। কাথলিক মণ্ডলী সকল জাতি ও কৃষ্টির কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করে। যারা খ্রিস্টবিশ্বাস গ্রহণ করে তারা নিজ কৃষ্টি অনুসারে তা প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে কাথলিক মণ্ডলীতে বৈচিত্র্যতার মাধ্যমে একতা প্রকাশিত হয়' *(দ্র. খ্রিস্টধর্মীয় শব্দার্থ-৯৩)* পোপ নেতৃত্ব ও পরিচালনায় কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত হয়। তিনি খ্রিস্টের দৃশ্যমান প্রতিনিধি ও কাথলিক মণ্ডলীর সর্বোচ্চ অভিভাবক।

৫. পরিবার : সমাজের প্রাণকেন্দ্র

পরিবার হলো পৃথিবীর মধ্যে আদি প্রতিষ্ঠান। মানুষ মাত্রই কোন না কোন পরিবারের সদস্য। পরিবার মানুষের আদি ঠিকানা ও শিকড়স্বরূপ। মণ্ডলীর শিক্ষায় পরিবার হল অবিচ্ছেদ্য ভালবাসার বন্ধন যা চিরন্তন এবং আমৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। যিশুর শিক্ষায় বলা হয়েছে, 'কাজেই তারা আর দুজন নয়, তারা এক দেহ। তাই বলছি, স্বয়ং পরমেশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা কখনো বিচ্ছিন্ন না করে' *(মথি ১৯:৬)*

সৃষ্টির বিবরণে আদমের সঙ্গী হিসাবে হবাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ নর-নারী পরস্পর পরিপূরক। আদম ও হবা সৃষ্টির প্রথম নার-নারী এবং তাদের একসাথে বসবাসের মধ্যদিয়ে পারিবারিক যাত্রা শুরু হয়। যোসেফ, মারীয়া ও যিশুর সমন্বয়ে গর্বিত হয় পবিত্র পরিবার। খ্রিস্টবিশ্বাসের জীবনে নাজারেথের পবিত্র পরিবারই সকল পরিবারের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত। পিতা-মাতাগণ সন্তানদের ভালবাসার প্রতিষ্ঠানই হলো পরিবার। পরিবারই হলো বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্র কোষ। তাই পরিবারকে বলা হয় সমাজ ও মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভায় বলা হয়েছে পরিবার হল গৃহ মণ্ডলী। সাধু পোপ জন পল বলেন, সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় পরিবারের হাত ধরে। পোপ ফ্রান্সিস বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কতগুলো সর্বজনীন পত্র লেখেন। পত্রগুলো হলো :

* *'মঙ্গলবাণীর আনন্দ' (Evangelii Gaudium, 24 নভেম্বর, 2013)*
* *তোমার প্রশংসা হোক (Loudato Si, ২৪ মে, ২০১৫)*
* *আনন্দময় মঙ্গলবাণী/ভালবাসার আনন্দ (Amoris Laetitia, ১৯ মার্চ, ২০১৬)*

উল্লেখযোগ্য পত্রগুলোর মধ্যে 'আনন্দময় মঙ্গলবাণী/ভালবাসার আনন্দ' মাধ্যমে পারিবারিক জীবনের কথা বর্ণনা করা। পারিবারিক জীবনে পূর্ণতা ও আনন্দের ভিত্তি হল পারস্পরিক ভালবাসা ও ক্ষমা। তিনি

গোটা বিশ্বের পরিবারকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা ও ঐতিহ্যে পারিবারিক প্রার্থনা, রবিবাসরীয় উপাসানসহ নানাবিধ কাজ একসাথে করার নির্দেশ দান করে। পরিবার হলো ভালবাসার প্রতিষ্ঠান, খ্রিস্টীয় ও নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি। তাই খ্রিস্টমণ্ডলী বিবাহ সংস্কারকে সন্ধি হিসাবে আখ্যায়িত করে।

৬. যুব বাস্তবতা ও প্রসঙ্গ কথা

বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৩০ ভাগই যুব গোষ্ঠি। বিশ্বের অনেক বড়-বড় আন্দোলন ও দাবি পূরণ হয়েছে যুবদের ঐক্য প্রচেষ্টার তথা আন্দোলনের মাধ্যমে। 'যুবশক্তি যুব প্রাণ, যুবশক্তি দেশের মান' তাই গোটা বিশ্বের মধ্যেই উন্নয়ন ও আবিষ্কারে যুবসমাজ ব্যাপক ভূমিকা রাখে। খ্রিস্টমণ্ডলীতে যুবদের জন্য শিক্ষা ও গঠনের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচী রয়েছে। বিশেষভাবে কৈশোর বয়স থেকে একজন যুবক-যুবতি নিজের জীবন সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত লাভ করতে পারে সেজন্য সংগঠন গড়ে ওঠেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শিশুমঙ্গল, ওয়াইসিএস, জিজাস ইয়ুথ, বিসিএমএম সহ নানাবিধ সংগঠন রয়েছে যা যুবদের সংগঠিত ও এক হতে সহায়তা দান করে। পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্ব যুব দিবস উদ্‌যাপনের প্রচলন শুরু করেছেন। বিশ্ব যুব দিবসে লাখ-লাখ যুবক-যুবতী সমবেত হয় একই বিশ্বাস, একই মণ্ডলী এবং একই মূল্যবোধ নিয়ে একতার ভিত্তিতে উৎসব করতে।

বাংলাদেশে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে যুবকদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে যুব কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যা যুব সেবাদল নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এপিসকপাল কমিশনগুলোর মধ্যে যুব কমিশন অন্যতম একটি অগ্রাধিকার। এছাড়া বাংলাদেশে প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে যুব কমিশন ও প্রায় প্রতিটি ধর্মপল্লীতে যাজকদের পরিচালনায় যুব সংগঠন রয়েছে। কাথলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যুবকদের জন্য নৈতিক ও ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়। বিবাহ প্রস্তুতিতেও যুবক-যুবতীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। মণ্ডলীর এই সব কার্যক্রমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একটি যেন যুবক-যুবতীরা জীবনাহ্বানের সঠিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে। জীবনকে যেন খ্রিস্টমুখী করে খ্রিস্টীয় আনন্দের পূর্ণতা দান করতে পারে।

৭. লাতিন Respondere (to promise in return) শব্দ থেকে responsibility শব্দটির উদ্ভব। ইংরেজী Responsibility শব্দটির দ্বারা দায়িত্ববোধ অর্থ প্রকাশ করে। বাংলায় দায়িত্ব শব্দটির মধ্যদিয়ে দায়ী, কৈফিয়ত দিতে বাধ্য, দায়িত্বপূর্ণ, বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করতে সমর্থ, নিজ দায়িত্বে কাজ করা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে।

দায়িত্ব শব্দটির মধ্যদিয়ে মূলত দায়বদ্ধতা বা যত্নের সাথে দায়িত্ব পালন করার অর্থ প্রকাশ করে। দৈনন্দিন জীবনে ছোট-বড় সবাই কোন না কোন দায়িত্ব পালন করে থাকে। দায়িত্ব সঠিক ও আন্তরিকভাবে সম্পন্ন করার মধ্যদিয়ে একজন ব্যাক্তি তার অধিকার প্রয়োগ করে পারে। তাই দায়িত্ব ও অধিকার পরস্পর সম্পূরক। পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা বা করণীয় রয়েছে। দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়েই আমরা আমাদের অধিকার আদায় ও দাবি করতে পারি।

মণ্ডলী হলো বৃহত্তর পরিবার। দীক্ষার গুণে আমরা প্রত্যেকেই মণ্ডলীর সদস্য এবং মণ্ডলীর ছায়াতলে শিক্ষা-দীক্ষায় বেড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করি। মণ্ডলী তার মাতৃতুল্য স্বভাব নিয়ে তার ভক্তবিশ্বাসীদের সেবা-যত্ন দিয়ে থাকে। অন্যদিকে মণ্ডলীর সন্তান ও সদস্য হিসেবে মণ্ডলীর কাজে পূর্ণ সহায়তা দিতে আহূত। ভক্তির গুণে আমরা খ্রিস্টভক্ত হয়ে উঠি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমারা মণ্ডলীর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। তাই মণ্ডলী আমাদের, আমরা মণ্ডলীর। মণ্ডলীর সদস্য ও সন্তান হিসাবে আমাদের প্রত্যাশাগুলো

৮. যুবশ্রেণির কাছে মণ্ডলীর প্রত্যাশা

* **জীবনাহ্বান নির্ণয় :** 'ফসল তো প্রচুর, কিন্তু কাজ করার লোক অল্পই। তাই ফসলের মালিককে মিনতি জানাও, তিনি যেন তার শস্যক্ষেতে কাজ করার লোক পাঠিয়ে দেন!' *(মথি ৯:৩৭-৩৮)*।
* 'বিনামূল্যে যা পেয়েছ বিনামূল্যেই তা দিয়ে দাও'।
* যিশুর আদর্শে বেড়ে উঠা এবং মণ্ডলীর কাজে সহায়তা দান করা।
* মণ্ডলীর কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা *(ধর্মীয় ও নীতি শিক্ষা)* অনুসারে জীবন-যাপন করা।
* ধর্মীয় ও দাতব্য সংঘ-সংস্থায় স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দান।
* খ্রিস্টীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার মনোভাব বৃদ্ধি করা এবং স্বতস্ফূর্তভাবে কাজ করা।
* খ্রিস্টীয় সংঘ-সমিতিতে ক্রেডিট, এসভিপি, মারীয়া সংঘ, সেনা সংঘ, যুব সংঘ) খ্রিস্টীয় নেতৃত্বদান অর্থাৎ সেবা পেতে নয়, সেবা করার মনোভাব।
* ধর্মীয় উপাসনা, পর্বসহ যাবতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান।
* মণ্ডলীর কাজে যথাসাধ্য সাহায্য সহযোগিতা ও আর্থিক অনুদান প্রদান।
* ধর্মপল্লীর সভা সেমিনার ও গঠনমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।
* যিশুর আদর্শে ত্যাগ ও কষ্টের জীবন গ্রহণ করা এবং বৃহত্তর সমাজে সাক্ষ্যদান।
* খ্রিস্টীয় জীবন গঠনের লক্ষ্যে মণ্ডলীর শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করে তোলা এবং মডেল বাস্তবায়িত করা।
* তীর্থযাত্রী খ্রিস্টমণ্ডলীতে খ্রিস্টবিশ্বাস অনুসারে জীবন পরিচালনা করা।

* দিবে আর নিবে, মিলাবে আর মিলিবে।

মণ্ডলী আমাদের, আমরা মণ্ডলীর। মণ্ডলীতে আমাদের জন্মস্থান, দীক্ষাস্নান ও শিক্ষাস্থান। কর্মক্ষেত্রে গিয়ে মণ্ডলীতে প্রাপ্ত শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটাই এবং জীবন শেষে মণ্ডলীতে বা ধর্মপল্লীর করবস্থানে মহানিদ্রায় নিদ্রিত হই। খ্রিস্টবিশ্বাসী মানুষ হিসাবে আমরা আমাদের পরিচয় দান করি আপন আপন ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশের সাথে কাথলিক মণ্ডলীতে আমরা কেউ বিচ্ছিন্ন বা আলাদা মানুষ নই। আপন-আপন জায়গায় অবস্থান করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে থাকি।

মণ্ডলী হল প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ পদমর্যাদা অনুসারে প্রত্যেকেই আপন-আপন দায়িত্ব বিশস্তভাবে পালন করতে আহূত। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলে খ্রিস্টভক্ত, যাজক ও মণ্ডলীসহ বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের সর্যাদা ও দায়িত্ব-কর্তব্য, সম্পর্কে বলা হয়েছে। যিশু খ্রিস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীতে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা, ভ্রান্তশিক্ষা, দলাদলি এসেছে কিন্তু কাথলিক মণ্ডলী টিকে আছে আপন গৌরব ও ঐতিহ্য নিয়ে। আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে কিন্তু আমার কথা কখনও লোপ পাবে না'। *(মার্ক ১৩:৩১)* প্রভু যিশুর এই বাণীতে আস্থা রেখে আসুন আমরা মণ্ডলীর কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ব্রত গ্রহণ করি। জয়তু মণ্ডলী! জয়তু যুব সমাজ!! জয়তু জীবনগুরু যিশু!!!

(দ্রষ্টব্য : ১৯ অক্টোবর, ২০১৮, মথুরাপুরে অনুষ্ঠিত রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যুব দিবসে প্রদত্ত বক্তব্য)

প্রকাশিত : ত্রৈমাসিক যুব দৃষ্টি, ৩৩তম বর্ষ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা : ০৪ ॥ (সমাপ্ত)

অন্যের উপকারে এগিয়ে যাওয়া

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

একদিন একটি গরীব ও পাগল লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ তার ভীষণ ক্ষুধা পায় কিন্তু তার কাছে কোন টাকা-পয়সা নেই। অবশেষে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এদিক-সেদিক তাকিয়ে লক্ষ্য করে দূরে একটি মিষ্টির দোকান দেখা যাচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে ঐ দোকানে যায় এবং দোকানের মালিককে বলে আমাকে একটু পানি দেবে বাবা? দোকানের মালিক লোকটিকে শুধু পানি নয় সাথে একটির জায়গায় প্রায় ৫টি মিষ্টি খেতে দেয়। এতে পাগল লোকটি খুশী হয়ে দোকানের মালিককে অনেক আশীর্বাদ দিয়ে বলল, "তুমি অনেকদিন বেঁচে থাক বাবা।"

পাগল লোকটি যখন তার দোকান ছেড়ে চলে যায়, তখন দোকানের মালিক তার আশেপাশে যারা ছিল তাদের সবাইকে বলে গরীব-দুঃখী ভাইবোনদের প্রতি কখনও খারাপ ব্যবহার করবে না। কেননা স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন, "যারা এই তুচ্ছতম কারো প্রতি দয়া করবে, তারা সেটা আমার জন্যই করবে।" পর দিন দোকানের মালিক দেখল তার অনেক লাভ হচ্ছে। আর সবাই সেই গরীব ও পাগল লোকটির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়।

এসো বন্ধুরা, আমরা সবাই অন্যের উপকারে এগিয়ে যাই। তাহলে ঈশ্বরও আমাদের বিপদে সাহায্য করবেন। তাছাড়া মানুষ সাহায্য করবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম ॥

আগমনের প্রতীক্ষা

জাসিন্তা আরেং

যিশু তোমার আগমনের প্রতীক্ষাতে
আজ ঢেউ উঠেছে ব্যকুল চিত্তে।
নিমগ্ন-ধ্যানে, প্রফুল্ল-প্রাণে
আজ দুয়ারে দাঁড়ায়ে
অর্ঘঢালা সাজিয়েছি তোমারে পূজিতে।

প্রভু তোমারে করিতে এ ধরাতে বরণ
প্রতীক্ষায় রয়েছি পূজিতে
তোমার শ্রীচরণ।
আজি তোমার দয়ায় পূর্ণ করে পাপীর ভুবন
দাও হে দয়াল মোরে অনন্ত-জীবন।

তোমার শুভাগমনের বারতা শুনে
মন আমার নিত্য প্রার্থনা জানায়।
মোর প্রাণ হোক আজ আবেগে উচ্ছ্বাসিত,
উজ্জীবিত হোক তোমার মন্ত্রণায়।

তোমার প্রেমের জোছনা দিয়ে
দূর কর নাথ সব মলিনতা
হৃদ-মন্দিরে এসে মোরে শোভিত কর
পূর্ণ কর মোর হৃদয়-শূন্যতা॥

শেষ বিচার

অতুল আই গমেজ

তোমার দানে এসেছি প্রভু
পূণ্য এ ধরাধামে,
যতোটুকু পেরেছি
করেছি তোমার নামে।

বুঝি না পূণ্য বুঝি না পাপ
সকলই তোমার দান,
সঁপেছি প্রভু তোমার কাছে
দেহ-মন-প্রাণ।

মরণের ভয় পুষি মনে
মরণই শান্তি জানি,
শুনবো সেথায় তোমার পাশে
অনন্ত অমর বাণী।

এতোদিন ছিলাম আমি
ভোগ বিলাসে মত্ত,
তুমি প্রভু উদ্ধারকর্তা
এই কথা সত্য।

সকল পাপ করো মার্জনা
রেখো তোমার পাশে,
আশীর্বাদও তুমি প্রভু
না যেন পড়ি সর্বনাশে॥

ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর সংবাদ

কমলাপুরে সাধু আন্তনীর পর্ব পালন

সুমন কোড়াইয়া ■ সাভারের ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর কমলাপুর সাব-সেন্টারে পালিত হলো সাধু আন্তনীর পর্ব। পর্বীয় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ শুরু করার আগে গির্জার সামনে স্থাপিত সাধু আন্তনী বিশাল মূর্তিটি কার্ডিনাল মহোদয় আশীর্বাদ করেন। উপদেশে কার্ডিনাল বলেন, সাধু আন্তনী মঙ্গলবাণী প্রচার করে গেছেন। নানা অলৌকিক কাজ করেছেন। তাঁর মঙ্গলবাণী প্রচারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। তিনি জানতেন ও উপলব্ধি করতেন কার কী প্রয়োজন। সেজন্য হাজার-হাজার মানুষ তাঁর কাছে আসতেন। তিনি মানুষের প্রয়োজন জেনে কথা বলতেন। আর সেভাবে তিনি প্রচার করেছেন। ঈশ্বর আমাদের সকলকে ভিন্ন-ভিন্ন গুণ দিয়েছেন, আমরা যেন সকলে তা ব্যবহার করি।

কার্ডিনাল আরো বলেন, করোনাভাইরাসে বিশেষ অবস্থায় ছিলাম। আমরা গৃহবন্দী ছিলাম কয়েক মাস ধরে। এই অবস্থা ছিলো পৃথিবীর সব মানুষের জন্য। এই অবস্থায় আমার মনে হয় সাধু আন্তনী পরিবারের সাধু আন্তনী ছিলেন। করোনা মহামারীতে অসুবিধা, কষ্ট, অসুস্থতা ও আতংকের সময় আমরা সাধু আন্তনীর সাথে কথা বলেছি। তাঁর মধ্যদিয়ে প্রার্থনা করেছি। পেয়েছি তাঁর অনুগ্রহ।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক উল্লেখ করেন যে, শুধু ফাদার, সিস্টার ও ব্রাদারদেরই বাণীপ্রচারের দায়িত্ব না, যারা দীক্ষাস্নান নিয়েছি, তারা সকলেই বাণীপ্রচারের জন্য আহুত। পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার জন্য খ্রিস্টভক্তদের ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবাট রোজারিও সকলকে ধন্যবাদ জানান। লক্ষ্য করা গেছে, কয়েক হাজার খ্রিস্টভক্ত মাস্ক পরিধান করে পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। যাঁরা মাস্ক আনেননি, তাদের ধর্মপল্লীর পক্ষে বিনামূল্যে মাস্ক দেওয়া হয়।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও ঢাকার আর্চবিশপ হিসেবে দীর্ঘদিন সেবা দেওয়ার জন্য ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর পক্ষে তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। ভালোবাসার নির্দশনস্বরূপ তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ফুল ও উপহার।

ধরেণ্ডায় হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান

ফাদার আলবাট রোজারিও ■ গত ১৬ অক্টোবর, রোববার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীতে বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি ৬৫ জন প্রার্থীকে পবিত্র হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন। বিগত কয়েক মাস প্রার্থীদের ফাদার-সিস্টারগণ ধর্মশিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করেন। খ্রিস্টযাগে বিশপের সাথে উপস্থিত ছিলেন ফাদার আলবাট, ফাদার তুষার ও ফাদার ভিনসেন্ট। উপদেশে বিশপ প্রার্থীদের হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিশপ মহোদয় বলেন, তোমরা হলে ভাল গাছ। তাই তোমাদেরকে ভালো ফল দিতে হবে, যাতে সবাই উপকৃত হতে পারে। পবিত্র আত্মা হস্তার্পণ সংস্কারের মধ্যদিয়ে তোমাদের যে দানগুলি দিয়েছেন সেই দানগুলি ব্যবহার করতে হবে। খ্রিস্টযাগ শেষে যারা হস্তার্পণ পেয়েছেন তাদেরকে সার্টিফিকেট, রোজারিমালা ও টিফিন দেওয়া হয়। সবশেষে পাল-পুরোহিত ফাদার আলবাট উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

দেওগাঁও গ্রামে নতুন চ্যাপেল নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা

ফাদার আলবাট রোজারিও ■ গত ২৪ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর অন্তর্গত দেওগাঁও গ্রামে কলকাতার সাধ্বী তেরেজার নতুন চ্যাপেল নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রশাসক বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। প্রথমেই তিনি নতুন গির্জাঘর নির্মাণ কাজের আশীর্বাদ প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফাদার তুষার, ফাদার আলবাট, ফাদার ভিনসেন্ট, মিশনের সিস্টারগণ ও বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্তগণ। নতুন গির্জা নির্মাণ কাজের জন্য যারা জমি দান করেছেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস তাদের উদারতার জন্য ধন্যবাদ জানান। গির্জাঘরটি নির্মণের পর মানুষজন এখানে এসে যেন প্রার্থনা করেন সেই বিষয়টির ওপর বিশপ বিশেষভাবে জোর দেন॥

জাফলং ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু প্যাট্রিকের পর্ব উদ্‌যাপন

যোশুয়া খংস্লিং ■ গত ৮ নভেম্বর রবিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, জাফলং ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু প্যাট্রিকের পর্ব পালন করা হয়। সকাল ১০:৩০ মিনিটে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের সেক্রেটারী ফাদার সরোজ কস্তা ওএমআই। শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের প্রথমে সাধু প্যাট্রিকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ধূপারতি প্রদান করা হয়। জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সবাইকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তাছাড়া পর্বীয় খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। ফাদার সরোজ কস্তা ওএমআই তার উপদেশে বলেন, বুদ্ধিমতি কুমারীরা প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেছে তাই প্রদীপে তেল রেখেছে। আমরাও যেন প্রজ্ঞার বশবর্তী হয়ে চলি, সচেতন ও সতর্ক থাকি। সাধু প্যাট্রিকের জীবনী সম্পর্কে সহভাগিতা করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্যাট্রিকের ছোটবেলা থেকে ধর্মে-কর্মে মন ছিল না। যখন তিনি বন্দি হয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি হন, তখন থেকে তার জীবনে পরিবর্তন আসে। তার জীবনে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তিনি যাজক হয়ে বাণীপ্রচারের জন্য আয়ারল্যান্ডে যান। সেখানে তিনি কঠোর, রূঢ়, বর্বর মানুষের মন পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রার্থনাশীল, নম্র, অমায়িক চরিত্রের অধিকারী। তিনি যুব, দরিদ্র, বিধবা এবং পাপীদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা ও কাজ করেছেন। খ্রিস্টযাগের পর জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দুপুর ১২টায় এই পর্বীয় উৎসব সমাপ্ত হয়। এতে ২ জন ফাদারসহ মোট ১২০জন খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন॥

খাদিমনগরে পরিবার ও ভক্তজনগণ সেমিনার

মাকুর্স লামিন ■ গত ০৮ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় 'পরিবার ও ভক্তজনগণ কমিশন' এর আয়োজনে "খ্রিস্টীয় পরিবারে ভালোবাসার আনন্দ"এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে খাদিমনগর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত মঙ্গলপুর উপকেন্দ্র, লুভাছড়া চা বাগান, কানাইঘাটে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে খাদিম মিশনের পালক-পুরোহিত ফাদার রঞ্জিত খ্রিস্টফার কস্তা ওএমআই, ২জন এমসি সিস্টার ও লুভাছড়া খ্রিস্টভক্তসহ মোট ৮০জন উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পূর্বে মূলসুরের আলোকে সহভাগিতা রাখেন ফাদার রঞ্জিত কস্তা ওএমআই। তিনি বলেন, পুণ্যপিতা পবিত্র পরিবারের ওপর অনেক সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি আরও বলেন, খ্রিস্টীয় পরিবার যেন একটি মিশনারী পরিবারের মতো। পরিবার থেকে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি খ্রিস্টীয় পরিবার যেন একটি আদর্শ পরিবার। বর্তমানে খ্রিস্টান পরিবারের মধ্যে অনেক চ্যালেঞ্জ, সমস্যা দেখা দেয়। অনেক পরিবার ধর্ম-কর্ম ও গির্জা-প্রার্থনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু পরিবারের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানদের মধ্যে যদি ভালোবাসা, সহভাগিতা, সুন্দর সম্পর্ক থাকে, তাহলে আমরা পবিত্র পরিবার গড়ে তুলতে পারবো।

ফাদার রঞ্জিত, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে কাজ করার সময়ে সেখানকার পরিবারের সুন্দর জীবন-যাপন, খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, ভক্তি, সহযোগিতার মনোভাব, ত্যাগস্বীকার সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, আপনারা এখানে সবাই একটি পরিবারের মধ্যে আছেন। আপনাদের মধ্যেও অনেক সুন্দর অভিজ্ঞতা রয়েছে। গ্রামে ও মিশনের বিভিন্ন কাজে আপনারা বরাবরই অংশগ্রহণ করেছেন, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, শ্রম ও অর্থ দিয়েও আপনারা অনেক সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। সেমিনারের পর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয় এবং খ্রিস্টযাগের পর কবর আশীর্বাদ করেন। এরপর মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

কৃষি প্রদর্শনী ও নিরাপদ খাদ্য মেলা উদ্‌যাপন

হিরণ প্যাট্রিক গমেজ ▮ অদ্য ১২ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় কারিতাস ঢাকা অঞ্চল আইএমডিসি প্রকল্পের আয়োজনে দক্ষিণ তাজপুর, কারিতাস কার্যালয়, সিরাজদিখান মুন্সিগঞ্জ জেলায় এক কৃষি প্রর্দশনী ও কৃষি মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন লোকাল এডভাইজার কমিটির সভাপতি মো: আমিনুল ইসলাম। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ। আরো উপস্থিত ছিলেন কারিতাস ঢাকা আঞ্চলের আঞ্চলিক প্রতিনিধি জুয়েল পি রিবেরু, রশুনিয়া ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মো: জুয়েল রানা সেন্টু, মহিলা সদস্য রুপা বেগমসহ প্রকল্পের সকল কর্মীবৃন্দ।

উক্ত সভায় ৩০জন কৃষক নিজ-নিজ কৃষি পণ্য ও তৈরি করা খাবার নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি উপস্থিত সকল কৃষক ও অন্যান্য সকল জনগণকে এবং কারিতাস আইএমডিসি প্রকল্প কৃষি প্রদর্শনী ও নিরাপদ খাদ্যমেলার আয়োজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ধন্যবাদ জানান উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি কারিতাসের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং কৃষকেরা যেন রাসায়নিক সার ব্যবহার না করেন সে বিষয়ে সকলকে অনুরোধ জানান। আঞ্চলিক ফোকাল পার্সোন আইএমডিসি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রকল্পের ফিল্ড মনিটর নারায়ন মজুমদার (নয়ন)॥

বি.এড কোর্সে ভর্তি চলছে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে
আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

কলেজের বৈশিষ্ট্য:

- ✦ কলেজ প্রাঙ্গণে রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বিরাজমান।
- ✦ অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- ✦ অত্যন্ত মনোরম, কোলাহলমুক্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রাকৃতিক ও ভৌত পরিবেশে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা।
- ✦ পর্যাপ্ত গ্রন্থসহ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।
- ✦ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে।
- ✦ অভ্যন্তরীণ ও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা।
- ✦ শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে নিরাময় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ✦ নিয়মিত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।
- ✦ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ১০০% প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ।

যোগাযোগের ঠিকানা

অধ্যক্ষ

আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

(সেন্ট যোসেফ স্কুল এণ্ড কলেজ ক্যাম্পাস)

৯৭, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মোবাইল : ০১৬২০-৬৫২ ৪৫৮, ০১৭১২-৮০৪ ৩৩৩

বিজ্ঞ/২৩২/২০

সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়
৩২, শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে ভর্তির কার্যক্রম অতিসত্ত্বরই শুরু হতে যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র :

১। অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত;
২। খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট, পাল-পুরোহিতের সুপারিশ এবং বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র;
৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি (যদি থাকে) ফটোকপি
৪। সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;
৫। ভর্তি পরীক্ষার আগে মৌখিক পরীক্ষা হবে। মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে, যথা-

(ক) প্রথম ভর্তি পর্বের তারিখ : ডিসেম্বর ১৮ এবং ১৯, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার ও শনিবার।

(খ) দ্বিতীয় ভর্তি পর্বের তারিখ : জানুয়ারি ৭, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

(গ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : জানুয়ারি ৯, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার।

অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য করুন যে বিগত বছর (২০১৯) থেকে এ বিদ্যালয়ে চারটি বিষয়ের ওপর (মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি) কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, অর্থাৎ মেকানিক্যাল কোর্স হিসেবে কোন বিষয় থাকছে না।

খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের হোস্টেলে থাকা ও খাওয়া বাবদ মাসে ৫৫০ টাকা (তিন বছর মেয়াদী কোর্সের জন্য), ৬০০ টাকা (দুই বছর মেয়াদী কোর্সের জন্য), এবং ৬৫০ টাকা (এক বছর মেয়াদী কোর্সের জন্য)। প্রশিক্ষণের জন্যে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ টাকা বেতন দিতে হবে, যা তাদেরকে এখানে কাজ করেই উপার্জন করতে হবে। তাছাড়া, প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এখানে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজেও অংশ নিতে হয় বিধায় পরিশ্রম করার মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তারা উপরোক্ত যে কোন বিষয়ের ওপর যথাক্রমে এক বা দুই অথবা তিন বছরের প্রশিক্ষণ পাবে, যা ভর্তির পর প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি ক'রে নির্বাচন/নির্ধারণ করা হবে।

যারা তিন এবং দুই বছরের দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে সুযোগ পাবে তাদের সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে, তা-ও প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ বিবেচনায় অত্যন্ত দরিদ্রদের জন্যেও এ বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে। এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্যে কোন বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে না।

বাৎসরিক ভর্তি ফি : প্রথমবারের জন্য - ২,২৫০ টাকা

পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য - ১,৫০০ টাকা

যারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এবং হোস্টেলে থাকবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিস পত্র নিয়ে বিদ্যালয়ে কত তারিখে উপস্থিত থাকতে হবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে :

১। মশারিসহ বিছানাপত্র, ব্যক্তিগত কাপড়-চোপড়, ইত্যাদি ।
২। জানুয়ারি মাসের বেতনসহ ভর্তি ফি টাকা ২,৭৫০ (প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পর মাসিক বেতন কোর্সের মেয়াদ অনুসারে নির্ধারিত হবে)
৩। ক্লাশের বই-খাতার জন্যে আরো অতিরিক্ত কিছু টাকা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করার টেলিফোন নম্বর : (৪৭১১৫৯৯৫ বা ০১৭১১-৫২৮২০৯) এবং ই-মেইল নম্বর : Br. Lawrence Rinku Costa CSC: (rinkucosta@yahoo.com.au)

ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে এ ব্যাপারে বিদ্যালয় অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে যেন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা যায়।

ব্রাদার লরেন্স রিংকু কস্তা সিএসসি
অধ্যক্ষ
মোবাইল : 01556449728

বিপ/২২৯/২০

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১ BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book)
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি) ও **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার** পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৪৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 44
Regd. No. DA-33
❖ 29 November - 5 December, 2020, ১৫ - ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রালের প্রতিপালিকা অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার পার্বণে সাদর আমন্ত্রণ

শ্রদ্ধেয় খ্রিস্টভক্তগণ,

খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেন। অতি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আগামী ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, বিকাল ৫টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রালের প্রতিপালিকা অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার পর্ব মহাসমারোহে উদযাপিত করা হবে। **পর্বীয় পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই।** পর্বের প্রস্তুতিস্বরূপ ৪ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৫টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে নভেনা করা হবে।

উক্ত পর্বে সকল খ্রিস্টভক্তদের অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা নিবেদন করে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করতে পবিত্র পার্বণের খ্রিস্টযাগে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পার্বণে পর্বকর্তাদের অনুদান : ৫০০ টাকা (পাঁচশত টাকা)
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান : ২০০ টাকা (দুইশত টাকা)

অনুষ্ঠান সূচি

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ১৩ ডিসেম্বর, রবিবার, বিকাল ৫টায়
নভেনার খ্রিস্টযাগ : ৪ - ১২ ডিসেম্বর, প্রতিদিন বিকাল ৫টায়

ধন্যবাদান্তে,
ফাদার বিমল ফ্রান্সিস গমেজ, পাল-পুরোহিত
ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল, সহকারী পাল-পুরোহিত
ও পালকীয় পরিষদ এবং খ্রিস্টভক্তগণ
রমনা, কাকরাইল, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২৩১/২৩১

পিটার গমেজ বড়

জন্ম: ৩ জুন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ কোলকাতার কাউরাপুকুর সেন্ট এন্টনী ধর্মপল্লীস্থ সাতবিঘা এলাকার বড় বাড়ীর পিটার গমেজ গত ২ নভেম্বের ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১০টায় পরমেশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। পিটার গমেজ ৩ জুন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তুইতাল ধর্মপল্লীর পুরান তুইতাল গ্রামের বড় বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন স্বর্গীয় জজি ও ইজাবেলা গমেজ এর প্রথম সন্তান। বান্দুরা হলিক্রশ হাইস্কুলে পড়া শেষে তিনি চাকুরীর উদ্দেশে ভারতে চলে যান। তিনি বোম্বাই ও সৌদি আরবে ক্যাটারিং সেফ পদমর্যাদায় চাকুরী করেছেন। পিটার গমেজ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ ১৬ আগস্ট গোল্লা ধর্মপল্লীর কাশিনগর গ্রামের ফিলোমিনা গমেজ (গায়ান) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর নব-দম্পতি বোম্বের মাউন্ট মেরী চার্চে মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাদের দুটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে সন্তান হয়। মা মারীয়া তাদের প্রার্থনা পূরণ করেছেন। তাদের দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে হয়। এখন তারা সবাই বিবাহিত এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুন্দর জীবন যাপন করছে।

চাকুরী সূত্রে তিনি সপরিবারে বোম্বাই ও কোলকাতা থেকেছেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে পিটার গমেজ কাউরাপুকুরে জমি ক্রয় করে সেখানে স্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলেন। তিনি ছিলেন কাউরাপুকুর এলাকায় বসবাসকারী আঠারগ্রাম/ভাওয়ালের মানুষদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় পারিবারিক প্রার্থনায় তিনি রোজারীমালা ও বাইবেল পাঠ করতেন। প্রার্থনা ছাড়া তিনি কখনও খাবার গ্রহণ করতেন না। তিনি ধর্মীয় বই পড়তে এবং গল্প করতে ভালোবাসতেন। ধর্মভীরু, অতিথিপরায়ণ, পরোপকারী পিটার গমেজ-এর নম্রতা, সততা ও দায়িত্বশীলতা সবাইকে মুগ্ধ করতো।

নব্বই বছর বয়সেও তিনি তার ব্যক্তিগত কাজ নিজে করতেন, কখনো হাঁটা-চলা করতে তাকে লাঠির সাহায্য নিতে হয়নি। মৃত্যুর দিনও তিনি সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে সকালের খাবার গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পর শয়নকক্ষে গিয়ে শুয়ে-শুয়ে আলতারে রাখা যিশুর দিকে স্থির তাকিয়ে থাকেন এবং একসময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি **স্ত্রী** ফিলোমিনা, **ছেলে-** যোসেফ ও জেভিয়ার, **মেয়ে-** রেজিনা ও পুষ্প, **পুত্রবধু-** সোমা ও পিংকি, **জামাতা-** জন ও পিন্টু, **নাতি-নাতনী:** নিসা, তৃষা, সুরোজ, সারা, সানি, টুশি ও **দুইজন পুতি** মাইকেল ও জোনস এবং অনেক গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন পিটার গমেজকে চিরশান্তি দান করেন।

- ড. ইসিদোর গমেজ ও পরিবার

বিজ্ঞ/২৩০/২০২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**